ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 September, 2019 ■ আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্মনগরে কিশোরীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, সন্দেহ খুন, আটক যুবক, আমতলীতে ধর্ষিতা নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের পৃথক স্থানে দুটি নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা রীতিমতো আঁতকে উঠার মতো। ধর্মনগরে এক কিশোরীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্ষণের পর খুনের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আমতলীতে এক নাবালিকা ধর্ষিতা হয়েছে বলে খবর।

বৃহস্পতিবার সাতসকালে এক নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত ধর্মনগরবাসী। এটি খুন নাকি আত্মহত্যা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার পরিবার এবং স্থানীয় এলাকাবাসী ওই নাবালিকা খুন হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এদিকে, সন্দেহভাজন এক যুবককে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

আজ সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানাধীন দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল ধরের নবনির্মিত বাড়ির বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে অনামিকা শর্মার (১৬) মৃতদেহ। খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধরের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ছুটে আসে ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াডও। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর হসপিটালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু, পারিপার্শ্বিক লক্ষণ ওই মৃত্যুর ঘটনায় সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। ফলে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, ওই ঘটনায় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করা হয়েছে। মৃতার পরিবার এবং স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে শুভ্রজিৎ পাল-কে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, শুভ্রজিতের সাথে অনামিকার যোগাযোগ ছিল, এমনটাই জানা গিয়েছে।

এদিকে, মৃতার বড় বোন জানিয়েছেন, গতকাল রাত ১২টা নাগাদ আমরা সকলেই খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। অনামিকা গতকাল ঠাকুমার সাথে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু, সকালে ওঠে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মৃতার বোনের বক্তব্য, ঠাকুমার ঘরের জানালা খোলা ছিল। তাই, ধারণা করা হচ্ছে ওই জানালা দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল অনামিকা। কিন্তু, ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মৃতার পরিবার এবং স্থানীয় এলাকাবাসী মানতে চাইছেন না। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতার দেহে আঁচড়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে। সূত্রের দাবি, তাকে ধর্ষণের পর তার দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ফের ত্রিপুরায় নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তবে, অভিযুক্তকে আড়াল করার ঘটনায় পুলিশের সন্দেহ বেড়েছে। তাই, তদন্তে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে ওই নাবালিকার বাবার বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন আমতলি থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী।

আজ আমতলি থানার ওসি জানান, গত পরশু গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে চারপাড়া ওই নাবালিকার বাড়িতে পুলিশ গিয়ে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেন। কিন্তু, ওইদিন নাবালিকার বাবা ওই বিষয়টি পুলিশের কাছে গোপন করেন। তবে, আজ তিনি এসে থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। ওসি সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, প্রকৃত ঘটনা নিয়ে সন্দেহ জন্মেছে। তাই, তদন্তে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে ওই নাবালিকার বাবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে হত পাঁচ গুরুতর ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ আগরতলা/ বিশালগড়/, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসের বলি হয়েছে পাঁচ জন। গুরুতর আহত হয়েছে ছয়জন। প্রতিটি ঘটনাতেই বেপরোয়া ভাবে যান চালানোই দায়ি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ফের ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা। মারুতি ও ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এক ও আহত তিন জন। ঘটনা, বিশ্বকর্মা পূজার দিন অর্থাৎ বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটায় মাতাবাড়ি বাজারে। মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম সরকার(২৭)। বাড়ি চন্দ্রপুর সাত নং কলোনী এলাকায়।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটায় মাতাবাড়ি মন্দির সংলগ্ন বাজারে একটি মারুতি ও ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে চার জন গুরুতর আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা তা দেখতে পেয়ে রাধাকিশোরপুর দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দিলে দমকলের কর্মীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চম্পকনগরে মুখে কালো কাপড় পরিহিত দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। মুখে কালো কাপড় বেঁধে এসে দুষ্কৃতীরা তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে এক ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগর ফাঁড়ির অধীন কলা বাগান রবিচান্দ্রা ঠাকুরপাড়ায় বুধবার রাতে ওই ঘটনায় এখনও এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। প্রাণঘাতী হামলা পূর্ব শত্রুতার জের নাকি রাজনৈতিক সন্ত্রাস, পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে। তবে, ওই ঘটনার সাথে যুক্ত কাউকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বুধবার রাতে পেশায় গাড়ি চালক দিলীপ দেববর্মা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। তার বড় ভাই জানিয়েছেন, বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে উঠানে বসে পরিবারের সবাই আনন্দ ফুর্তি করছিলাম। স্থানীয় লোকজন তাতে শামিল হয়েছিলেন। ওই সময় মুখে কালো কাপড় পরে কয়েকজন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে বলে খবর আসে। তাদের উপর হামলা হতে পারে সেই আশঙ্কায় সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। তিনি বলেন, ওই কথা শুনেই তার ভাই আরও ২/৩ জনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু কাউকেই রাস্তায় খুঁজে পাননি। তারা ধানের জমির পাশে রাস্তায় বসে পড়েন। এমন সময় মুখে কালো কাপড় পরা দুষ্কৃতীরা বাইকে করে এসে বেল্ট দিয়ে দিলীপ দেববর্মাকে মারতে শুরু করে। তিনি জানান, ওই সময় তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তখন তার সাথে যারা গিয়েছিলেন তারা সেখান থেকে ছুটে এসে আমাদের খবর দেন। খবর পেয়ে এলাকাবাসী ছুটে যান। কিন্তু তখন দুষ্কৃতকারীরা দিলীপ দেববর্মাকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। তিনি বলেন, প্রথম দুই রাউন্ড গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু, তৃতীয় গুলি তার পায়ে লাগে। এর পরই দুষ্কৃতকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যান।

দিলীপ দেববর্মার ভাইয়ের বক্তব্য, ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ। ছবি নিজস্ব।

মুঙ্গিয়াকামীতে জঙ্গলে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খোয়াই জেলার অধীন মুঙ্গিয়াকামী এলাকায়। বুধবার সকালে রেল লাইনের ধারে জঙ্গলে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ, আরপিএফ এবং দমকল বাহিনী ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের পরিচয় এখনও শনাক্ত হয়নি। তাই, তার দেহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

এদিকে, ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েছে পুলিশ। কারণ, তাকে খুন করা হয়েছে, নাকি ট্রেনের ধাক্কায় অথবা বন্য হাতির আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয়দের বক্তব্য, আজ সকালে কাজে যাওয়ার সময় রেল লাইনের ধারে জঙ্গলে ওই যুবকের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, ওই যুবক এই এলাকার বলে মনে হয়নি। ফলে, তার মৃতদেহ ওই স্থানে কীভাবে এসেছে, সে-বিষয়টি যথেষ্ট চিন্তার বলেই স্থানীয়দের মনে হচ্ছে।

জনৈক উপজাতি এলাকাবাসীর কথায়, ওই এলাকা খুবই নির্জন এবং সচরাচর কারোর আনাগোনা থাকে না। ফলে, ওই যুবককে খুন করে ওখানে ফেলে রেখে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন কিনা সেই বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়ার নয় বলে দাবি তাদের। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে জিআরপিএফ। তদন্ত রিপোর্ট হাতে এলে প্রয়োজনে মামলাটি নেবেন তাঁরা।

এডিসি নির্বাচন ও মন্ত্রিসভায় আরও একটি আসন

জোট শরিক বিজেপির উপর চাপ বাড়াল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। এডিসি-তে এক চুল জমিও ছাড়বে না আইপিএফটি, আবারও স্পষ্ট করে দিলেন দলপতি এনসি দেববর্মা। শুধু তা-ই নয়, বিজেপি-কে প্রাক-বিধানসভা নির্বাচনী সমঝোতা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে চুক্তি হয়েছিল এডিসি নির্বাচন এবং প্রশাসন পরিচালনায় আইপিএফটি-কে পুরো সুযোগ দেবে বিজেপি। ফলে এখন এডিসি-র পুরো দাবি কোনওভাবেই ছাড়বে না আইপিএফটি। পাশাপাশি, মন্ত্রিসভায় আসন বণ্টন নিয়ে আনুপাতিক হারে আইপিএফটিকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিও তুলেছেন তিনি। শীগ্রই মন্ত্রিসভায় রদবদল করে আইপিএফটিকে আরও একটি আসন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এনসি। বুধবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়গুলি তুলে ধরে শাসক জোট বিজেপির উপর আইপিএফটি চাপ বাড়াল বলেই মনে হয়েছে।

তিনি বলেন, আইপিএফটি-র কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী কমিটির বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে স্থির হয়েছে, এডিসি এলাকাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আগামী নভেম্বরে দিল্লি অভিযান করা হবে। প্রচুর কর্মী নিয়ে দিল্লিতে ধরনা দেওয়া হবে। এদিন তিনি আরও জানান, সম্প্রতি বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জেপি নাড্ডার সাথে দেখা করে দাবি সনদ তুলে দিয়েছি। তাতে, হাইপাওয়ার মডালিটি কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাথে, এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটিকে পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমিত-মমতা বৈঠকে উঠে এল এনআরসি-সহ একাধিক ইস্যু

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে নর্থ ব্লকে বৈঠকে বসেন অমিত শাহ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় আধ ঘন্টার বৈঠকে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-সহ একাধিক ইস্যু উঠে এসেছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি একটি চিঠি দিয়েছি, এনআরসি-র জন্য অসমে ১৯ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত বুথেই ভিডিওগ্রাফি হবে, থাকবে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ১০০ শতাংশ বুথে ভিডিওগ্রাফি হবে। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি আজ এ-কথা জানিয়েছেন। বিরোধী সিপিএম সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রশ্নে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে লেখা চিঠিতে ওই দাবি জানিয়েছিল। এ-বিষয়ে শ্রীরাম তরণিকান্তি সাফ জানিয়েছেন, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাতে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কারোর কোন অভিযোগ থাকার সুযোগ মিলবে না।

প্রসঙ্গত, সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গতকাল চিঠিতে ত্রিপুরার

বাধারঘাট উপনির্বাচন

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং হয়েছে, ওয়েব ক্যামেরার রিপোর্টে তার প্রমাণ মিলেছে। তাই, ১৬৮টি বুথেই পুনর্ভোটের ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। তিনি বলেন, সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি, বাধারঘাট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কোনও বুথেই ওয়েব ক্যামেরা বসানো হবে না। এতে ভোটে রিগিং বাড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাই প্রত্যেক বুথের ভেতরে এবং বাইরে ওয়েব ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্নে এই ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি।

এর সাথে তিনি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থারও দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন খুবই জরুরি। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হেনস্থা, কিল-চর-ঘুসি

নজিরবিহীন বিক্ষোভে কলঙ্কিত শিক্ষাঙ্গন

পাল্টা তান্ডব গেরুয়া শিবিরের, উদ্ধারে রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। চিত্রনাট্যের সূচনা হয়েছিল বামপন্থী পড়ুয়াদের হাত দিয়েই। তাতে রঙ ছিটিয়ে কালিমালিপ্ত করল গেরুয়া ছাত্র সংগঠন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে নজিরবিহীন হেনস্থার ঘটনায় কলঙ্কিত হয়েছে শিক্ষাঙ্গন। কারণ, সকালে বামপন্থী পড়ুয়ারা বাবুল সুপ্রিয়কে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে চরম হেনস্থা করেন তাঁকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কিল, চর, ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতির চরম বিপর্যয় ঘটে। এদিন তাঁকে উদ্ধারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছে। তবে, রাজ্যপালের উপস্থিতিতেও বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধারে বেগ পেতে হয়েছে। এদিকে, বিকেল থেকে গেরুয়া ছাত্র সংগঠনের নজিরবিহীন তান্ডবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। অভিযোগ, এবিভিপি এবং দূর্গা বাহিনীর বহিরাগত সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন লাগানো এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে বাধা দেয়।

শেষ পর্যন্ত রাত ৮ টার সামান্য পরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট বেরিয়ে যায় রাজ্যপালের কনভয়। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে পারলেন বাবুল সুপ্রিয়। এই মুহূর্তে চূড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের সামনে রাজ্যপালের গাড়িকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা।

অগ্নিগর্ভ অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটে। এখানেই ভাঙচুর করা হয়েছে ইউনিয়ন রুম, দেওয়ালে লাল রঙ দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে, ‘এবিভিপি’। বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে রাজ্যপাল বেরিয়ে যাবার পর ৪ নম্বর গেট বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

গাড়িতে বসেই মোবাইল হাতে বারবার ফোন করতে দেখা যায় রাজ্যপাল এবং বাবুল সুপ্রিয়কে। এবিভিপি সমর্থকদের জ্বালানো আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকল । দমকলকে আগুন নেভাতে বাধা দেন এবিভিপি সমর্থকরা । ভিতরে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এবিভিপি ।বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ এবং ৪ নম্বর গেটের সামনের রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোডের দখল নিয়ে নেয় এবিভিপি সমর্থকরা । এবিভিপি সমর্থকদের সঙ্গে গেটের মুখে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধস্তাধস্তি হয় । ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে গেলে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে যান খোদ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও। রাজ্যপালের গাড়ির মধ্যেই বসে থাকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আর তাঁদের গাড়ির পথ আটকে রয়েছে কয়েক'শ ছাত্রছাত্রী। কেউ বসে পড়েন গাড়ির সামনে, কেউ বা শুয়ে পড়েন। প্রথমবারের চেষ্টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকতে পারেননি রাজ্যপাল। তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢোকেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বাবুল সুপ্রিয়র কাছে পৌঁছন তিনি। স্বল্প বাক্য বিনিময় হয় দুজনের মধ্যে। এর পরই বাবুলকে "হাত ধরে" নিয়ে বেরতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের "আচার্য" ধনকরকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে ওঠেন রাজ্যপাল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩৩৬ ◘ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২ আশ্বিন ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এনআরসি ও বিদ্রোহ

এনআরসির দাবী হইতে সরিয়া যাইবেন না ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ত্রিপুরায় এনআরসির দাবী জানাইয়া সুপ্রিম কোর্টে মামলা করিয়াছেন তিনি। কংগ্রেস মূলত এনআরসির বিরোধী। আর এইজন্যই প্রদ্যুৎকে মামলা তুলিয়া নিতে নির্দেশ দিয়াছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। ইহাতেই 'মহারাজ' চটিয়া লাল। তিনি হুঙ্কার দিয়াছেন কংগ্রেস ছাড়িতে পারিবেন কিন্তু এনআরসি ছাড়িতে পারিবে না। ইহাও স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে প্রদ্যুতের জন্য কংগ্রেস এনআরসি নিয়া অবস্থান বদল করিতে পারিবেন না। এই অবস্থায় ত্রিপুরা কংগ্রেসে গভীরতর সংকট আসিয়া দাঁড়াইল। এই সংকট উত্তরণ খুব সহজ নহে। কংগ্রেসকে ঝাড়িয়া কাশিতেই হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া রাজনীতিতে অনেক বেশী ঝুঁকি থাকে। আসলে প্রদ্যুৎ কুমারের সামনেও নান্য পন্থা। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ পাইয়া রাজ্যে উপজাতি রাজনীতিতে অনেক বেশী মগ্ন ছিলেন। ফলে, এরাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন দেখা যায় নাই। উপজাতিদের নিয়া মাতামাতির ঘটনায় অনেকেই প্রশ্নের মুখে ছিলেন যে, প্রদ্যুৎ কুমার কি উপজাতি রাজনীতিতে মগ্ন থাকিবেন? ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বাঙালী। বাংলা ভাষাই এরাজ্যের প্রধান সরকারী ভাষা। অথচ প্রদ্যুৎ কুমার বাংলায় কথা বলিতে পারেন না। তিনি হিন্দীতেই চোস্ত। সুতরাং এরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের মনের কথা বুঝিবেন কিভাবে? এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠিয়াছে।

ত্রিপুরায় কেন দেশ জুড়িয়াই আজ এনআরসি বিতর্ক চলিতেছে। বিজেপির পক্ষে স্পষ্ট জানাইযা দেওয়া হইয়াছে তাহারা সর্বত্র এনআরসি চালুর পক্ষে। এই এনআরসির কথা বলিয়াই তো গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আশাতীত সাফল্য পাইয়াছে। সুতরাং বিজেপিও কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসির পক্ষে। দেশবাসী মত এনআরসি'র পক্ষেই প্রকাশ করিয়াছে বলা যায়। কংগ্রেস নাগরিক পঞ্জীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়াছে, ভোটে লড়িয়াছে। সেখানে দলের কোনও প্রদেশ সভাপতি যদি দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। তাই প্রদ্যুৎ কিশোর কংগ্রেস দল ত্যাগের যে হুঙ্কার দিয়াছেন তাহা সঙ্গত। কংগ্রেসে থাকিয়া নাগরিক পঞ্জীর পক্ষে সওয়াল করার সুযোগ নাই। হাইকমান্ড তাহা বরদাস্ত করিতে পারে না। ইহা খুব লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রদ্যুৎ কিশোরের ঘাঁটি শক্ত পাহাড়েই। উপজাতি অংশের মানুষদের নিয়াই তাহার রাজনৈতিক পথ চলা। তাহার সঙ্গে রাজ্যে উপজাতি ভিত্তিক দলগুলির সঙ্গেও গভীর সখ্যতা আছে। গত লোকসভা নির্বাচনে তাহাই দেখা গিয়াছে। যদি প্রদ্যুৎ কিশোর নীতিগত কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কি তিনি গেরুয়া দলে যোগ দিবেন? যদি তিনি তাহা না করেন তাহা হইলে এরাজ্যে উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল গড়িবেন কিংবা এইসব দলে যুক্ত হইয়া যাইবেন? এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে 'মহারাজ' শেষ পর্য্যন্ত আঞ্চলিক দলের হাত ধরিলেন?

এক সময় উপজাতিদের মধ্যে রাজার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে তাহা অনেকটাই হ্রাস পাইয়াছে। প্রদ্যুৎ কিশোরের এনআরসির দাবীও ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার মতো নহে। ত্রিপুরায় তো প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ চলিতেছে। তাহা ঠেকাইবার কোনও উদ্যোগ নাই। এই সেদিনও বাংলাদেশ হইতে ত্রিপুরায় আসিয়া বসতি গড়িয়াছে। একাত্তরের পরে তো ভুরি ভুরি বাংলাদেশী নাগরিক এরাজ্যে আস্তানা নিয়াছে। একাত্তর কেন এখনও সেই স্রোত অব্যাহত। বাম আমলে তো এই সব বাংলাদেশীদের গণহারে নাগরিকত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভোটার তালিকায় গণহারে নাম তুলিয়াছে। এখনও বাংলাদেশী আনাগোনা আছে। একাত্তর সাল তো অনেক দূরের। এখনও তো প্রচুর বাংলাদেশীরা এরাজ্যে আস্তানা নিতেছে। দুই দেশেই নাগরিকত্ব আছে এমন লোকের সংখ্যাও কম নহে। প্রদ্যুৎ কিশোরের ক্ষোভ ও দবীকে হেলায় উড়াইয়া দিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। এরাজ্যের উপজাতিদের মধ্যেও গভীর প্রশ্ন আছে। এই ভাবেই বিদেশী স্রোত বহিতে থাকিলে সরকার সেখানে চোখ বুঝিয়া থাকিতে পারে না। প্রদ্যুৎ কিশোরের এই ক্ষোভ অসঙ্গত জোর দিয়া বলা যাইবে না। তুব, রাজনীতি বড় আঁকাবাঁকা পথে চলে। এনআরসি রাজনীতিতে দেশের কতখানি মঙ্গল অমঙ্গল হইবে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

নিম্নমুখী শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর্থিক মন্দার থাবায় ভারতের শেয়ার বাজার নিম্নমুখী।বৃহস্পতিবার বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসই সূচক পড়েছে ২৪৫.৮৪ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটির আগের দিনের তুলনায় পতন হয়েছে ৭৪.৬ পয়েন্ট। ব্যাংকিং, ইনফরমেশন টেকনলজি এবং মেটাল সেক্টরে পতন হওয়ার জন্যই বাজারে এই হাল। তবে অটো এবং কনসিউমার গুডসের সহায়তার জন্য তা কিছুটা সম্ভব হয়েছে। এদিন সকালে সেনসেক্স ছিল ১৫৪.৯০ পয়েন্ট। নিফটি আগেরদিন বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ের ৫৮.৬৫ পয়েন্ট কম। এদিকে অপরিশোধিত তেলের দাম একদিনের মধ্যে ব্যারেল প্রতি ৬১ ডলার থেকে বেড়ে ৭০ ডলার দাম হয়েছে। গোটা দুনিয়া জুড়ে একটা অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম তিন অংক ছুঁতে পারে। এর জেরে ভারতে মন্দা ঘনীভূত হতে পারে বলেও অর্থনীতিদের একাংশ মনে করছে। এর যেমন শেয়ার বাজারে প্রভাব রয়েছে তেমনই আবার সোমবার রিজার্ভ ব্যাংক গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হওয়ায়। বাজারে এরও প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষককে শিক্ষা দিতে স্কুলে চুরি করল ছাত্ররা

সোনারপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক ভীষণ কড়া। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আর সেই কারনেই, স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটাল স্কুলেরই চার ছাত্র। তাদের আরও দুই বন্ধুর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনামাফিক স্কুল থেকে ৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা, খেলার সরঞ্জাম ও টিচারদের স্টাফরুমের নানান জিনিস চুরি করে তারা অভিযুক্ত ছাত্ররা। ঘটনার তদন্তে নেমে স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সোনারপুর থানার পুলিশ। তা দেখেই স্কুলেরই চার ছাত্র এই ঘটনায় জড়িত জানা যায়। অভিযুক্তরা সকলেই দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর রাম কমল বিদ্যাপীঠে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য। মাস দেড়েক হল তিনি এই স্কুলে যোগদান করেছেন। স্কুলে যোগ দেওয়ার পর স্কুলের নিয়মে তিনি কিছু রদবদল এনেছিলেন। যা কিছু ছাত্রের পছন্দ হয়নি। তাই তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে স্কুলে চুরির পরিকল্পনা করে একদল ছাত্র। বুধবার বিশ্বকর্মা পুজো থাকায় স্কুল ছুটি ছিল। এদিন স্কুলেরই এক চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রের নজরে প্রথম আসে স্কুলের ৫টি ক্যামেরা নেই। তারপর দেখা যায় স্কুলের টিচার রুম ও অন্যান্য রুম লন্ডভন্ড। এই ঘটনার খবর জানানো হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। খবর পেয়েই স্কুলে আসেন প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য। খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানার পুলিশকেও । পুলিশ এসে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। এই ঘটনায় জড়িত স্কুলের চার ছাত্রকে সনাক্ত করা হয়। ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে এদন বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। স্কুল কতপক্ষের অভিযোগ শেষ দুই বছরে এই নিয়ে মোট পাঁচবার চুরির ঘটনা ঘটল এই স্কুলে।

শিশুর শরীর আর মনকে কী ধরনের আদর শাসনে রাখতে হবে সে বিষয়ে যত্ন জরুরি

অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়

> সন্তান বুঝবে না ধরে নিয়ে আমরা তার সামনেই খুনসুটি অব্যাহত রাখছি, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে একই ঘাটে ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, চূড়ান্ত ঝগড়ার সময় বাচ্চার সামনেই টেবিল ক্লথ ধরে টান মারছি, এমনকী একে অপরের গায়ে হাত তুলতেও পিছপা হচ্ছি না। শিশুটি সব নির্ভুল বুঝতে পারছে এমনটা নয়, আর টিক সেখানেই সমস্যা জটিলতর হচ্ছে । সে কিছুটা দেখছে আর বাকিটা নিজের মতো করে কল্পনায় বুনে নিচ্ছে। চটে যাওয়া ঘুম পেরিয়ে সে বাবা মা'র হস্তশিল্পের যে গোপন ট্রেলার দেখে ফেলছে, তার সঙ্গে রাগের মাথায় ঘটে যাওয়া হাতাহাতির ঠিক কী তফাত, তা বোঝার মতো পরিণত বোধ তার তৈরি হওয়ার কথা নয়। তার চোখে যৌনতা আর ধস্তাধস্তি প্রয়া সমার্থক হতেই পারে। অনুকরণ করার জন্য বড়দের আচরণের উদ্দেশ্য চলন বা পরিণতি বুঝতে লাগে না। কোনটা জোর জুলুমের আর কোনটা জোর হালুরে তা বোঝার আগেই কিচু আচরণের খোলস একটি শিশু তার মাথার মধ্যে টুকে নিচ্ছে। যার ফলে বদলে যাচ্ছে তার ফ্যান্টাসির গাঁথনি, পাল্টে যাচ্ছে খেলার ভাষা। যেভাবে সে খেলনা গাড়ির কলকবজা খুলে দেখার চেষ্টা করছে ভেতরে কী আছে, যেভাবে নিজের নাকের মধ্যে পুরে ফেলছে ন্যাপথলিনের গোল্লা, একইভাবে সঙ্গীর শরীরের কোটরে পেনসিল পুরে হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে কদ্দুর গভীর।

গোড়ায় ভেবেছিলাম শিরোনাম ভুল পড়েছি। কিন্তু কয়েক লাইন এগানোর পরেই টের পাই খবরটি ঠিকই দেখছি। চার বছরের শিশু, দিল্লির একটি স্কুলে তার সহপাঠীকে যৌন নেহস্তা করেছে। বান্ধবীকে টয়লেটে একা পেয়ে তার ওপর বাচ্চাটি জোর খাটিয়েছে এবং যৌনাঙ্গে নাকি পেনসিল, আঙুল ইত্যাদি ঢুকিয়ে ক্ষত তৈরি করেছে। সে শিশুটি আক্রান্ত, সে বাড়ি গিয়ে তার মাকে যন্ত্রণার কথা জানালে ডাক্তারি পরীক্ষায় যৌন হেনস্তার প্রমান পাওয়া যায়। দুটি শিশু কীভাবে স্কুল কর্মচারীর নজর টপকে টয়লেটে রইল, তার দায় অবধারিতভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েও কী করা উচিত, তাই নিয়ে সংশয়ে আছে আইন ব্যবস্থা এবং পুলিশকর্মীরা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে- একটি চার বছরের শিশুর যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞানগম্যি হওয়া আদৌ সম্ভব কি না। যৌনতা নিয়ে শিশুটির স্পষ্ট আন্দাজ নাই থাকতে পারে কিন্তু বান্ধবীর কান্নাকাটি সত্ত্বেও তাকে জবরদস্তি রপ্ত হল, তা অবশ্যই ভাবার বিষয়। যদি ধরেও নিই, শিশুটি নেহাত দুষ্টুমির ঝোঁকে এমন অঘটনের ফাইলে নাম লিখিয়েছে, তাহলেও শুধু তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেই আমাদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না।

বেশ কিছু বছর আগে এক ভদ্রমহিলা বছর পাঁচেকের ছেলের হাত ধরে আমার চেম্বারে এসেছিলেন। ভেবেছিলাম হয়তো বাচ্চাটির বিষয়ে কথা বলার জন্যই এসেছেন। কিন্তু দুএক কথার পরেই

বুঝেছিলাম উনি নিজের দাম্পত্য সমস্যা এবং সম্পর্কের মধ্যে ঘনিয়ে আসা যৌন অতৃপ্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছেন। বাচ্চাটির সামনে এ নিয়ে কথোপকথন এগতে চাই না শোনামাত্র উনি আমাকে নির্দ্বিধায় আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ও এ ঘরেই বসুক ম্যাডাম, আমাদের কথা ও বুঝবে না। এমন উক্তির সামনে পড়লে আশ্বস্ত হওয়া দুরস্ত, উল্টে আরও কিছু অস্বস্তিকর উপলব্ধি মাথায় আসতে থাকে। একদিকে হামা দিতে শিকেই সে কেমন অবলীলায় ট্যাবের আলো জ্বালাচ্ছে আমরা সেই আখ্যান পাঠ করছি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সন্তান বাক্যবাগীশ হয়ে পড়েছে বলে গদগদ হচ্চি, কোল থেকে পিছলে নেমে এসে বছর তিনেকের কন্যে মুন্নি বদনাম হুয়ি'র সঙ্গে নেচে পারিবারিক অনুষ্ঠানে স্বনামধন্য হচ্ছে অথচ এমন চৌকস বাচ্চাগুলো ত্রেক্ষবিশেষে বোধবুদ্ধির ব্যাটারি খুলে রাখবে ধরে নিচ্ছি কীভাবে?

সন্তান বুঝবে না ধরে নিয়ে আমরা তার সামনেই খুনসুটি অব্যাহত রাখছি, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে একই ঘাটে ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, চূড়ান্ত ঝগড়ার সময় বাচ্চার সামনেই টেবিল ক্লথ ধরে টান মারছি, এমনকী একে অপরের গায়ে হাত তুলতেও পিছপা হচ্ছি না। শিশুটি সব নির্ভুল বুঝতে পারছে এমনটা নয়, আর টিক সেখানেই সমস্যা জটিলতর হচ্ছে । সে কিছুটা দেখছে আর বাকিটা নিজের মতো করে কল্পনায় বুনে নিচ্ছে। চটে যাওয়া ঘুম পেরিয়ে সে বাবা মা'র হস্তশিল্পের যে গোপন ট্রেলার দেখে ফেলছে, তার সঙ্গে রাগের মাথায় ঘটে যাওয়া হাতাহাতির ঠিক কী তফাত, তা বোঝার মতো পরিণত বোধ তার তৈরি হওয়ার কথা নয়। তার চোখে যৌনতা আর ধস্তাধস্তি প্রয়া সমার্থক হতেই পারে। অনুকরণ করার জন্য বড়দের আচরণের উদ্দেশ্য চলন বা পরিণতি বুঝতে লাগে না। কোনটা জোর জুলুমের আর কোনটা জোর হালুরে তা বোঝার আগেই কিচু আচরণের খোলস একটি শিশু তার মাথার মধ্যে টুকে নিচ্ছে। যার ফলে বদলে যাচ্ছে তার ফ্যান্টাসির গাঁথনি, পাল্টে যাচ্ছে খেলার ভাষা। যেভাবে সে খেলনা গাড়ির কলকবজা খুলে দেখার চেষ্টা করছে ভেতরে কী আছে, যেভাবে নিজের নাকের মধ্যে পুরে ফেলছে ন্যাপথলিনের গোল্লা, একইভাবে সঙ্গীর শরীরের কোটরে পেনসিল পুরে হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে কদ্দুর গভীর।

দিল্লির ঘটনাটির মতো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, অন্যকে কষ্ট দিয়ে তার আপত্তি ডিঙিয়ে নিয়ের ইচ্ছেসিদ্ধির মধ্যে দিয়ে অনেক বাচ্চা মজা পাচ্ছে। এই হিংস্রতা তো আপনাআপনি গজাবে না। এখানে বাচ্চাটির পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক শিক্ষার উপকরণ খতিয়ে দেখা দরকার। একটা বয়স অবধি শিশু প্রায় আয়নার মতো আমাদের সমস্ত হাবভাব, মেজাজ, বক্তব্য, নিজের মধ্যে হুবহু ছাপিয়ে নেয়। তার বায়নার ভাষায় আমাদের চাহিদারা উঁকি মারে, তার রাগের ভাষায় আমাদের অসহিষ্ণুতার পেরেক গোঁজা থাকে, একইভাবে তার প্লে'র মধ্যে আমাদের আড়াল না তোলা ফোরপ্লে'র টুকরো জমে থাকতে পারে।

সাইকোঅন্যানালিসিসের চর্চায় বাবা-মা'র যৌনতা দর্শন (যার তাত্ত্বিক নাম প্রাইমাল সিন) শিশুমনে কতখানি প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইনফ্যানটাইল সেক্সুয়ালিটি থিয়োরির জন্য ফ্রয়েড গালাগাল খাওয়া সত্ত্বেও পইপই করে বলে গিয়েছেন, জন্মানোর কিছুদিন পর থেকেই শিশুর শরীর তার নিজের মতো করে উত্তেজনা, আরাম, তাড়নার একটা অভিধান তৈরি করে নিতে পারে। যৌনচেতনা গড়ে ওঠার জন্য যৌনাঙ্গ বিকাশের বয়স অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। আর সেই জন্যই আমরা তার শরীর আর মনকে কী ধরনের আদর বা শাসনের মাঝখানে ফেলব , তার সামনে নিজেদের কতটা মেলে ধরব, সে বিষয়ে গোড়া থেকেই যত্ন নেওয়া জরুরি।

মুশকিল হল, সন্তান আমার শরীরজাত বলে তার আর আমার শরীরের মধ্যে কোনও পর্দাই পাত্তা পাচ্ছে না। একটি বারো বছরের মেয়েকেও তার বাবা শ্যাম্পু করিয়ে দিচ্ছেন, চোদ্দো বছরের ছেলের সামনেই মা পোশাক বদলে নিচ্ছেন। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে অনেকে আবার সরলভাবে বলছেন, ওর তো সবই আমার চেনা। আমরা বুঝতেই চাইছি না যে, আমার সন্তানের শরীরের ইতিহাস ভুগোল আজীবন এক থাকবে না, তাই একটা বয়সের পর তার ব্যক্তিগত জমিতে উঁকি মারা রুচিহীন। এককালে নিজেদের গোপনীয়তাকে সম্মান করছি না ঘরের দরজা বন্ধ করলে আমাদের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। সন্তান কেন হানিমুনে গিয়ে ডরমেটরি ঘরে সবাইকে নিয়ে উঠল না, তাই নিয়ে আমরা মুখ হাঁড়ি করছি। নিজেদের জীবনের আড়ালটুকুর স্বাদ নেওয়ার অভ্যেস থাকলে অন্যকে নির্জনতা দিতে আমাদের আটকানোর কথা নয়। বহু ক্ষেত্রে নিজেদের যৌনজীবন নিয়ে আমরা এতটাই দায়সারা মনোভাব রাখছি যে, তার জন্য আলাদা পরিসর তৈরি করার কথা ভাবছি না, আমাদের অন্তরঙ্গতা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছে আর সন্তান তা হাতে নিয়ে নেড়েচড়ে দেখলেই কোথেকে শিখলি বলে আমরা আকাশ থেকে পড়ছি।

যৌনতার জল হওয়া গায়ে লাগার জন্য আরও কিছু দরজা-জানলার ভূমিকা থাকে। যে টেকনোলজির হাত ধরে খেলাধুলোর অ্যাপ মুঠোয় নামে, সেই একই মাধ্যমের চাবি দিয়ে পর্নগ্রাফি, পল্লিতে ঘুরে আসা মোটেই কঠিন নয়। বাড়ির বড় দিদি-দাদাদের ল্যাপটপে আলটপকা ভেসে ওঠা রগরগের ছবির প্রতি কোনও কৌতূহল থাকবে না, তা কি হয়, আসলে যৌনতার বিপণনের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি এমনভাবে জুড়ে গিয়েছে যে, উসকানির রসদ এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। সন্তানের যৌন সচেতনতা সম্পর্কে ডিনায়ালের দরুন সে ইতিমধ্যেই কোথা থেকে কী কী জেনে নিচ্ছে, আমরা তার হদিস রাখছি না। তার প্রশ্নের মুখে আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছি আর ওসব বড়দের ব্যাপার বলে কেটে পড়ছি। তার থেকে যাওয়ার নামগন্ধ পাওয়ামাত্র আমরা এমন আঁতকে উঠছি যে, সে বাকি বিষয়টা সরাসরি মাঠে নেমে চেখে দেখছে, যাকে দাবড়ানো যায় তার ওপর হাত পাকাচ্ছে, স্কুলের সহপাঠী, পাড়ার বন্ধু, বয়সে ছোট ভাইবোন হয়তো সেই যৌন কৌতূহলের মাশুল দিচ্ছে। আসলে সন্তানের ক্ষতি হওয়া নিয়ে আমরা সহজেই উদ্বিগ্ন হই কিন্তু সে নিজেও যে ক্ষতিকারক হতে পারে, তা আমরা মানতে চাই না। ডিনায়ালের দেওয়াল সরিয়ে আমরা যদি এওকটা স্বাস্থ্যকর গল্পগাছায় যেতাম, তাহলে হয়তো শিশুটির পক্ষেও নিজের তাগিদগুলোকে গুছিয়ে নেওয়া সহজ হত। যৌনশিক্ষার নামে কেবল গুড টাচ ব্যাড টাস মুখস্থ করিয়ে দিলে কিংবা কোন স্পর্শের কী মানে, সেই ম্যাপ চিনিয়ে দিলেই কিন্তু ল্যাটা চুকে যায় না। আমার সন্তান যাতে বিপদে না পড়ে, তার শিক্ষা যেমন দরকারি তেমনই যে যাতে বিপদে না ফেলে সেই আলোচনাও জরুরি। আর তার বিপজ্জনক ইচ্ছেগুলোর নাগাল পাওয়ার জন্য একটা খোলাখুলি কথা বলার পরিবেশ প্রয়োজন।

সহুব অভিভাবক যৌনশিক্ষা দানে তুখড় নাই হতে পারেন, কিন্তু এমন খেলা বা ভাষা, যা আরেকজনকে কষ্ট দেয়, তা তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দেওয়ার শিক্ষা আমরা দিয়ে উঠতে পারছি তো, নাকি নিজেরাই এখনও সেখানে পৌঁছতে পারছি না বলে এসব কথা মুলতবি রেখেছি।
(সৌজন্যে- প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

নার্সিং প্রশিণ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার দেশে এবং বিদেশে বিশেষায়িত নার্সদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জোগান দিতে তাঁদের প্রশিণকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা নার্সদের প্রশিণ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে গাজীপুরের কাশিমপুর তেঁতুইবাড়িতে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ'র ১ম প্লাতক সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের নিজেদেরও এখন প্রচুর নার্সের দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট করে দিয়েছি সেখানেও আমাদের বিশেষায়িত প্রশিণ প্রাপ্ত নার্স দরকার হবে। ইতোমধ্যে বিদেশ থেকেও নার্সদের প্রশিণ দিয়ে নিয়ে আসছি।তিনি বলেন,বিদেশে যেমন প্রশিণ চলবে তেমনি দেশেও যেন শিার মানটা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয় সে ব্যবস্থাটাও আমরা নেব।

বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহসভাপতি শেখ রেহানা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।এই গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান দেশের আরো ছেলে-মেয়েকে মহান সেবামূলক নার্সিং পেশায় আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা চাই এই হাসপাতাল এবং নাসিং কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা রোগীরা পাবে এবং যা সারাদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।শেখ হাসিনা নবীন নার্স গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন,কঠোর পরিশ্রম করে আর্ত মানবতার সেবায় আপনারা আপনাদের আজকের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন।

জরুরি রোগী আনা নেয়ার জন্য তাঁর সরকার এখানে একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করে দিয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,আমাদের ল্য হচ্ছে মানুষকে সেবা দেয়া।তিনি বলেন, আগামীতে একটি মেডিকেল কলেজ আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। ইতোমধ্যে সেজন্য হাসপাতালের পাশের খালের বিপরীত পাশে জায়গা নেয়া হয়েছে। আমরা সুন্দরভাবে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ করতে চাই তাহলে পুরো জায়গাটি একটি স্বাস্থ্যসেবার হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। তিনি রুবিনা জেসমিন (২০১৪-১৫ শিাবর্ষ), পোষ্ট বেসিক'র শিার্থী কামরুন্নাহার (২০১৪-১৫ শিা বর্ষ) এবং রীনা আক্তার (২০১৬-১৭ শিাবর্ষ) কে প্রধানমন্ত্রী পদক প্রদান করেন।৭৯ জন শিার্থী, এরমধ্যে ৫৭ জন পোষ্ট বেসিকের শিার্থী ১ম ব্যাচে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মালয়েশিয়ার কেপিজে হেলথ কেয়ার ইউনিভার্সিটি কলেজের উপাচার্য এবং স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের ডীন অধ্যাপক ড় দাঁতো লোকমান সাইম অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েমন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের সিইও অধ্যাপক তৌফিক বিন ইসমাইল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।গ্রাজুয়েশন অর্জনকারী শিার্থীগণের মধ্য থেকে ২০১৪-১৫ শিাবর্ষের শিার্থী খায়রুল ইসলাম ও অনুষ্ঠানে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য দেন।প্রতিষ্ঠানের শিার্থীরা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন।পরে প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ রেহানা গ্রাজুয়েশন অর্জনকারি শিার্থীদের সঙ্গে ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন।এনার্জি প্যাক লিমিটেড শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের জন্য দুটি অ্যাম্বুলেন্সের চাবি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দাঁতোসেরি মোহাম্মদ নজিব বিন তুন আব্দুল রাজাক বাংলাদেশ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ট্রাস্টের সহ-সভাপতি শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে এই হাসপাতাল উদ্বোধন করেন এবং ৮ এপ্রিল ২০১৫ সালে বর্তমান নার্সিং কলেজটির যাত্রা শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিার প্রসার ও মানোন্নয়নে দেশের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।তিনি বলেন, দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০০৬ সালে থাকা ৪৬টি থেকে বর্তমানে ১১১টিতে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে নার্সিং পেশাটি এক সময় অবহেলিত ছিল বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।তিনি বলেন,নার্সিয়ের মত একটা সেবামূলক পেশা। যে পেশাটি আমি মনেকরি সবথেকে সম্মানজনক একটি পেশা। কারণ, একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাঁর সেবা করা, তাঁর পাশে থেকে তাঁকে রোগমুক্ত করা এর থেকে বড় সেবা আর কি হতে পারে। অথচ আমাদের ডিপ্লোমা নার্সিংয়ের ওপরে আর কিছু ছিল না।তিনি বলেন,যে কারণে এই কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে গ্রাজুয়েটসনার্স হবে, নার্সরা ট্রেনিং নেবে, পিএইচডি করবে এবং উচ্চশিায় শিতি হবে। নিজেদেরকে মানব সেবায় দ করে গড়ে তুলবে।

আর সেজন্যই নার্সদের বেতন ভাতা বৃদ্ধিসহ চাকরির আপগ্রেডেশন করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মর্যাদা না বাড়ানো হলে হয়তো অনেকেই এই পেশায় আসতে চাইবে না, বলেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, গার্মেন্টস শিল্পনির্ভর গাজিপুরের শ্রমিক শ্রেনীর জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা ও এই কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য।তিনি বলেন, শুরুতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রথমে ১০ কোটি টাকা এবং আরো ১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে দিয়ে ২০ কোটি টাকার দিয়ে এখানে একটি ট্রাস্ট ফান্ড করে দেওয়া হয়। যাতে এখান থেকে একেবারে হতদরিদ্র রোগীরা যেন চিকিৎসা সেবাটা পেতে পারে।এখানে আরো কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় রোগী আসে যাদের অপারেশন লাগে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও অনেক অর্থ লাগে। সেখানে ৫ হাজার টাকার অধিক রোগীর জন্য বরাদ্দ করতে গেলে ট্রাস্টের অনুমোদন লাগে যে কারণে আমরা আরো কিছু অর্থ বরাদ্দ দেব।

তবে, জরুরী অবস্থার কোন রোগীরেে ত্র এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা অর্থের দিকে না তাকিয়ে তাৎণিকভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এখানকার চিকিৎসকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।দেশের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক স্বনামধন্য চিকিৎসকরা এই হাসপাতালে অন্তত সপ্তাহে একদিন করে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন, যার ফলে এই হাসপাতালটি নিয়ে মানুষের মাঝে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,তাঁর সরকার কমিউনিটি কিনিক স্থাপনের মাধ্যমে এখন স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যায়ের মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সম হয়েছে। যেখান থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ওষুধও বিতরণ করা হচ্ছে। অথচ,বিএনপি-জামায়াত জোট ২০০১ সালে সরকারে আসার পর এই কিনিকগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলো।প্রধানমন্ত্রী বলেন,কমিউনিটি কিনিক বন্ধের যুক্তি হিসেবে তারা বলে, কমিউনিটি কিনিকে মানুষ সেবা নিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে দিবে। অথচ প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য চালু করা এই স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমটি খুবই দরকারি।যেখানে দরিদ্র মানুষেরা সহজেই সেবা পেয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় প্রসূতী নারী ও শিশুরা। বাড়ির কাছেই থাকায় পায়ে হেটে এসেই তাঁরা ডাক্তার দেখাতে পারেন, যোগ করেন তিনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়োচিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিগত সাড়ে দশ বছরে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুণগত মান উন্নত হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই সময়ে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকার সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে সমানভাবে যে উৎসাহিত করছে তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ।তিনি বলেন, 'জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর এটি একটি মানবিক উদ্যোগ যা আমি ও আমার বোন শেখ রেহানা ১৯৯৪ সালের ১১ এপ্রিল জাতির পিতার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে শুরু করি এবং সে বাড়িটিও আমরা ট্রাস্টকে দান করে দেই।'প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট মেধাবী শিার্থীদের বৃত্তি প্রদান, ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় আহতদের নিয়মিত সহযোগিতা প্রদানসহ যেসব সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তাও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন।তিনি বলেন,গাজীপুরের কাশিমপুর ইউনিয়নে ট্রাস্টের নিজস্ব জমিতে নির্মিত শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ট্রাস্টের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়েছে।তাছাড়াও বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে সারাদেশে বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পালন করে থাকে, বলেন তিনি।

ঢাবির ঘটনা কেউ কল্পনা করতে পারেনি: খন্দকার মোশাররফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীা ছাড়াই ছাত্রলীগ নেতাদের সান্ধ্যকালীন মাস্টার্সে ভর্তি হওয়াকে 'বড় দুর্নীতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন বিএনপি নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী নবীন দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি।দেশের 'সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে দুর্নীতি হচ্ছে' উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক খন্দকার মোশাররফ বলেন, "সবচেয়ে দুর্ভাগ্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদেশের শিতি দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ।এই বিদ্যাপীঠে কী পরিমাণ দুর্নীতি হচ্ছে সরকারের কর্তৃত্বে এবং তাদের দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা কী পরিমাণ যে লুটপাট-অনিয়ম হচ্ছে, আপনারা ইদানিংকালের পত্রপত্রিকায় তা দেখতে পারছেন।তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় ভর্তি পরীা ছাড়া ভর্তি হতে পারে এটা কোনোদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কত বড় অন্যায়, কত বড় দুর্নীতি !আপনারা দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে ৮৬ কোটি টাকা চাঁদাবাজি করার দায়ে আজকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বহিস্কৃত। এটাও বাংলাদেশের ইতিহাসে অস্বাভাবিক বিষয়।

পরিস্থিতি 'খারাপের দিকে যাচ্ছে' মন্তব্য করে খন্দকার মোশাররফ বলেন, আজকে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন, লাগামহীন।

গণতন্ত্রহীনতার কারণে সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এই অবস্থায় দেশ একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। সর্বেত্রে সর্বগ্রাসী অবয় ঘটেছে।তিনি বলেন,উচ্চ আদালত মানুষের সর্বশেষ যে জায়গা হাই কোর্ট সেখানে তিনজন বিচারপতিকে এই সরকারের সময়ে চিহ্নিত করা হয়েছে তারা দুর্নীতিবাজ। আজকে আপনি তাকান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দিকে- ডিআইজি, এসপি, পুলিশের ডিসি- আজকে দুর্নীতির দায়ে এই সরকারের হাতেই ধরা খেয়েছে।আপনি তাকান সরকারি সিভিল সার্ভিসের দিকে। আপনারা দেখেছেন, একজন জেলা প্রশাসককে অপকর্মের জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার বিচার চলছে। দুদকের দিকে তাকান সেখানে একজন পরিচালক দুর্নীতির দায়ে কারাগারে। কারাগারের ডিআইজি আজকে কারাগারে। প্রত্যেকটাে ত্র দেখেন, এতো করছে তারা, কেউ কেউ না কেউ ধরা পড়ে যাচ্ছে।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আয়োজিত এই সভায় মোশাররফ বলেন, সরকার 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' চরিতার্থ করতে দেশনেত্রীকে কারাগারে আটকে রেখেছে।দেশনেত্রীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমরা চাই অবিলম্বে তার মুক্তি দেওয়া হোক। তিনি মুক্তি না পেলে গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না। আমরা গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে তার মুক্তির জন্য কাজ করছি। একই সঙ্গে আদালতের মাধ্যমে জামিনের চেষ্টা করছি। যদিও আমরা জানি, এই আদালত সরকারের হস্তেপর কারণে দেশনেত্রীকে মুক্তি দেবে না।

সংগঠনের সভাপতি হুমায়ুন আহমেদ তালুকদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, কেন্দ্রীয় নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন, আবদুস সালাম আজাদ, শহীদুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউএনজিএ'তে রোহিঙ্গা প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করবেন : মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় আবদুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) আসন্ন ৭৪তম অধিবেশনে তার বক্তৃতায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার এখানে তার মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) অংশগ্রহণ সম্পর্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন,রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭২ ও ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপিত ৫ দফা ও ৩ দফা প্রস্তাব এখনো প্রাসঙ্গিক।

এবছরও তিনি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন।পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্র সচিব মো. শহিদুল হক ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।মোমেন বলেন, ইউএনজিএ'র ফাঁকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার জন্য চীনের উপস্থিতিতে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিবের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনার কথা নাকচ করে দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন তরান্বিত করতে বিশ্ব নেতাদের আগ্রহ ধরে রাখতে ইউএনজিএ চলাকালে রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত সকল আলোচনায় বাংলাদেশের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করা গুরুত্বপূর্ণ।ড় মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর ইউএনজিএ'র সাধারণ বিতর্কে প্রতি বছরের মতো এবারও তার ভাষণ বাংলায় উপস্থাপন করবেন।প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে রোহিঙ্গা সংকট ছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য, অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রগতি, শিা ও স্বাস্থ্য খাতে যুগান্তকারী সাফল্য ও নারী মতায়নে অগ্রণী ভূমিকার ওপর আলোকপাত করবেন।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তি, নিরাপদ অভিবাসন, জলাবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও সামুদ্রিক অর্থনীতি বিষয়ে বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বক্তব্য রাখবেন বলে জানান ড় মোমেন।

তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের নবগঠিন 'আবাসিক সমন্বয়ক পদ্ধতি' পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের প থেকে এক লাখ মার্কিন ডলার অনুদান ঘোষণা করবেন।।প্রধানমন্ত্রী ইউএনজিএ'র ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপীয় বৈঠক করবেন।

মেঘালয়ের গভর্নরের সঙ্গে হাছান মাহমুদের সাাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৮।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ শিলংয়ে মেঘালয়ের গভর্নর তথাগত রায়ের সঙ্গে সাাৎ করেছেন। এসময় বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও মেঘালয়ের গভর্নর দু'দেশের মানুষের বন্ধুত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে পর্যটন শিল্পের বিকাশের ওপর জোর দেন। কলকাতা-আগরতলা-শিলং সফরের শেষদিন বুধবার সকালে হাছান মাহমুদ মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ে রাজ্য গভর্নরের আমন্ত্রণে তার সাথে প্রাতরাশ বৈঠকে মিলিত হন। মন্ত্রীর সহধর্মিনী নূরান ফাতেমা ও গভর্নরের সহধর্মিনী অনুরাধা রায় এসময় উপস্থিত ছিলেন।গভর্নর বলেন, পাহাড় ঘেরা মেঘালয় বাংলাদেশিদের জন্য আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল। আবার যোগাযোগ সুবিধা ভালো হলে এখানকার মানুষও সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে বেড়াতে যেতে আগ্রহী। তথ্যমন্ত্রী তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন ও পর্যটন বিকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতার কথা জানান।তথ্যমন্ত্রী এসময় আগামী বছরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান।ঘন্টাব্যাপী আন্তরিক এ বৈঠকে হাছান মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য গভর্নরকে মেঘালয়ের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান।

তথাগত রায় তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদকে তার নিজের লেখা 'যে দেশ আমাদের ছিল' গ্রন্থটি উপহার দেন। তথ্যমন্ত্রীও তাকে নৌকা স্মারক, ঐতিহ্যবাহী নকশীকাঁথা ও জামদানি উপহার দেন।এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলংয়ের এশিয়ান কনফুয়েন্স সেন্টারে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, গৌহাটি আয়োজিত আলোচনা সভায় মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকেে ত্র বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরে বক্তৃতা করেন তথ্যমন্ত্রী।বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মেঘালয় রাজ্যসভার স্পিকার মেতবাহ লিংডহ। এসময় 'আমাদের বঙ্গবন্ধু' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।তথ্যমন্ত্রীর সাথে গৌহাটিতে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার এস এম তানভীর মনসুরসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সফরশেষে বুধবার রাতে তথ্যমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা।

শিা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দমনে দুদকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে দুদক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, কমিশন শিা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) এর দণি এশিয়ার প্রতিনিধি ড়সুরুচি পান্টের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুদক চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ কথা বলেন।তরুণ প্রজন্মকে মানবসম্পদে পরিণত করার কোনো বিকল্প নেই এ কথা উল্লেখ করে দদুক চেয়ারম্যান বলেন, কমিশন শিা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।ইকবাল মাহমুদ বলেন, ইউএনওডিসি যেসব প্রশিণ এবং সেমিনার-সিম্পেজিয়ামের আয়োজন করছে তাতে দুদক কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং এতে তারা উপকৃত হচ্ছেন।তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে সরকার বা কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, যা আমাদের বড় শক্তি। আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে যে, দুদক তার কাজ-কর্মের মাধ্যমে কাক্সিত মাত্রার জন আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তাই নাগরিকগণের আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সব দুর্নীতি সংঘটিত হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। অপরাধীরা এমনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জিং।

বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিতভাবে এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিংসহ সকল প্রকার অবৈধ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, অর্থ পাচার বন্ধ করতে হলে এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। যারা জাল-জালিয়াতি করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করছেন তারাই ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমের মানিলন্ডারিং করছেন বলে আমাদের ধারণা। তাই সকলের সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন।তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কমিশনের অভ্যন্তরে দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না।ড় সুরুচি পান্ট জানান, ইউএনওডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টারসিয়ারি পর্যায়ের শিার্থীদের নৈতিকতা বিকাশে "এডুকেশন ফর জাস্টিস" কর্মসূচির সাথে দুদকের কর্মসূচির মিল রয়েছে। এই কর্মসূচি গেমস-সহ বিভিন্ন বিনোদেনের মাধ্যমে শিার্থীদের নৈতিকতার বিকাশে কাজ করছে। বাংলাদেশে পাইলটিং হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের এসব কার্যক্রম অনুশীলনযোগ্য। টেকনিক্যাল সহযোগিতার মাধ্যমে কমিশনের প্রযুক্তিগত সমতা বিকাশে ইউএনওডিসি কাজ করতে পারে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউএনওডিসি'র বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রোগ্রাম অফিসার (টেররিজম প্রিভেনশন) মারিনা ইয়াকুনিনা, দুদকের প্রশিণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম সোহেল প্রমুখ।

উজানের ঢলে তিস্তার জল বৃদ্ধি, নিম্নাঞ্চলে প্লাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার কয়েকটি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম বলেন, বুধবার সকাল ৬টায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার ২৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।এরপর থেকে পানি কমতে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সকাল ৯টায় ১৮ সেন্টিমিটার, দুপুর ১২টায় ২ সেন্টিমিটার ওপর এবং বিকাল ৩টায় ২২ সেন্টিমাটর কমে বিপদসীমার ৩ সেন্টিমিটার নিচে চলে আসে।ওই পয়েন্টে নদীর পানির বিপদসীমা ৫২ দশমিক ৬০ মিটার।

প্লাবিত এলাকার মধ্যে রয়েছে ডিমলার পশ্চিম ছাতনাই, পূর্ব ছাতনাই, টেপাখড়িবাড়ি, খালিশা চাপানি, ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের অন্তত ১৫টি গ্রাম।পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ খান বলেন, নদীর পানি বৃদ্ধিতে তার ইউনিয়নের ঝাড়শিঙ্গেশ্বর গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবার বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। একইভাবে উপজেলার নদীতীরবর্তী পাঁচটি ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। দুপুরের পর থেকে নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ওই সব গ্রামের পানি নামতে শুরু করেছে বলেও তিনি জানান।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের বরাত দিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম বলেন,মঙ্গলবার সকাল থেকে নদীর পানি তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও রাত ৯টার দিকে বিপদসীমা অতিক্রম করে। বুধবার সকাল ৬টায় বিপদসীমার ২৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর থেকে নদীর পানি কমে বিকাল ৪টার থেকে বিপদসীমার ৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।ঢলের পানি সামাল দিতে তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি জলকপাটের সবগুলো খুলে রাখা হয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে তিনি জানান।

আওয়ামী লীগ সরকার রেলখাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে : নুরুল ইসলাম সুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৮।। রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার আলাদা রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে এবং রেল খাতের উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অন্যতম বড় গ্রহীতা রেলপথ মন্ত্রণালয়।বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'নলেজ এক্সচেঞ্জ ওয়ার্কসপ অন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরস ফর বাংলাদেশ রেলওয়ে' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।রেলপথ মন্ত্রী বলেন, রেল সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার ত্রিশ বছর মেয়াদী মাস্টার প্লান অনুমোদন করেছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের বেশীরভাগ অংশই ডাবল লাইনে রুপান্তর করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, রেলওয়ের একাধিক মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, দোহাজারী-কক্সবাজার ভায়া রামু এবং রামু হতে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, খুলনা-মংলা রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু রেলসেতু নির্মাণ প্রকল্প ,এগুলো চলমান। এছাড়াও ঢাকা-চট্টগ্রাম হাই স্পীড ট্রেন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে খুবই আগ্রহী এবং রেলওয়ের দুটি প্রকল্প ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বর্তমান সরকার রেল সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে উন্নত বিশেণ্ব পর্যায়ে চলে যাবে। রেলপথ মন্ত্রী বলেন, আমরা বিশণস করি আমাদের বিশণস্ত উন্নয়ন অংশীদাররা ল্য বাস্তবায়নে আমাদের পাশে থাকবে।তিনি বলেন, সরকার ৮৮ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার রেল যোগাযোগের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সুবিধা তৈরী করা হয়েছে। এর ফলে নেপাল, ভুটান ও ভারতের দণি পূর্ব অংশ বাংলাদেশের বন্দর সমূহ ব্যবহার করতে পারবে।এ সময় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড় গওহর রিজভী বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশণ ব্যাংকের বাংলাদেশ কান্টি ডিরেক্টর মেরসি মাইয়ান টেমবন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো: শামছুজ্জামান সহ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

টুথব্রাশের দাঁতের ক্ষতিকর

টুথব্রাশ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রতিদিন অন্তত দুইবেলা কাজে লাগাই আমরা এটি। তাও যেন তেন কাজে না। আমাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখের সৌন্দর্য বর্ধক দাঁতকে ঝকঝকে রাখতে, সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার হয় এটি। কিন্তু পরম যত্নে নিজের মুখের ভেতরে গলিয়ে দিচ্ছেন যে ব্রাশটি, জানেন কি তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছে কত জীবাণু? আসুন জানি আরও দরকারি কিছু তথ্য আপনি কি জানেন আপনার টুথব্রাশে কী আছে? আপনার টুথব্রাশটি শত মিলিয়ন ব্যাকটিরিয়া আবাসস্থল। এর মধ্যে রয়েছে ই কলি এবং স্ট্যাফিলস্কি ব্যাকটেরিয়া। এই তথ্যটি পাওয়া গেছে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায়। বার্মিংহোমের আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা যায়। গাদ জীবাণুগুলো আছে আপনার টুথব্রাশেও। আপনার মুখও অসংখ্য ব্যাকটিরিয়ায় ভর্তি। তাই আপনি হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তবে একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হিসেবে টুথব্রাশটি পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি।

মুখে আছে ব্যাকটিরিয়া ঃ প্রাচীন ডমিনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর গেইল মাক কম্বস, আর এইচ ডি, এম এস বলেন, আমাদের মুখে রোজ শত শত মাইক্রোর্গনিজম জন্মে। কিন্তু এর কোনকিছুই চিন্তার বিষয় নয়, যতক্ষণ না মুখের ব্যাকটিরিয়া ভারসাম্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে চলে যায়।

দাঁত ব্রাশ করা ক্ষতিকর হতে পারে ঃ ইলেকট্রিক টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে তা জীবাণুদের মাড়ির ভেতর পুশ করতে থাকে। Oklahoma State University Center for Health Sciences-এর ডেন্টিস্ট্রি এবং এবং প্যাথলজির প্রফেসর আর টমাস এই তথ্য দেন। মুখে কিছু জীবাণু থাকে স্বাভাবিক। কিন্তু কোনভাবেই একজনের টুথব্রাশ অন্য কারও ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। চিন্তার বিষয় হল যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ কম থাকে তখন জীবাণুর শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দাঁতের ক্ষতি করে।

কমোডের কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করা ঠিক নয় ঃ আমাদের টয়লেট গুলোয় দেখা যায়, কমোডের পাশেই থাকে বেসিন। সেখানেই অনেক ব্রাশ রাখি। প্রতিবার আমরা কমোড ব্যবহারের পর ব্রাশ করি এবং সেখান থেকে ব্যাকটিরিয়া বাতাসে উড়ে চলে আসে আপনার টুথব্রাশ পর্যন্ত। আপনি নিশ্চয়ই তা মুখে পুরতে চাইবেন না? কিন্তু সেটাই আপনি করছেন নিয়মিত । আপনার টুথব্রাশটি বন্ধ কোন কেবিনেটে বা বক্সে রাখুন। আর অবশ্যই ব্রাশ করার সময় টয়লেট সিটের ঢাকনাটি নামিয়ে দিন।

টুথব্রাশ হোল্ডার ঃ আপনি কি হোল্ডারে টুথব্রাশ রাখছেন সেটি ব্যাকটিরিয়া ধরে রাখে আর এই ব্যাকটিরিয়া আসে টয়লেট ফ্লাশ থেকেই। জাতীয় স্যানিটেশন ফাউন্ডেশন এর একটি স্টাডিতে যে হোল্ডারে দেখা গেছে, টুথব্রাশ হোল্ডার বাসার অন্য সকল জিনিসের তুলনায় ৩ গুণ বেশি জীবাণু ধারণ করে। এমনকি তা রান্নাঘরের সিঙ্ক, ডিস স্পঞ্জকে ও পেছনে ফেলে। মনে করে নিয়মিত টুথব্রাশ হোল্ডারটি পরিষ্কার করুন। কীভাবে টুথব্রাশটি সংরক্ষণ করবেন? টয়লেট থেকে টুথব্রাশ সরিয়ে এবং টুথব্রাশ হোল্ডারটি নিয়মিত পরিষ্কার করে আপনি অনেকটা জীবাণুই দূর করে ফেলতে পারবেন। আরও কিছু জরুরি টিপস দেওয়া হল এখানে ঃ* প্রত্যেকবার ব্যবহারের আগে ভাল করে ধুয়ে নিন ব্রাশটি। * ব্রাশটি ভাল করে শুকাতে দিন, জল ঝরে যত শুষ্ক থাকবে ব্রাশটি তত থাকবে জীবাণুমুক্ত। * ব্রাশ অ্যাশ ব্যবহার করবেন না।; এতে আপনার টুইব্রাশটি ভেজা থেকে যাবে, ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ বাড়তে থাকবে। * আপনার টুথব্রাশটি দাঁড় করিয়ে রাখুন। নীচে রাখবেন না। হোল্ডারে রাখার সময় খেয়াল করুন, আর কারও ব্রাশের সাথে যেন না লাগে। * ভুলেও অন্যের ব্রাশ ব্যবহার করবেন না এক বেলা দাঁত ব্রাশ করা থেকে বিরত থাকুন, কিন্তু নিজের আলাদা ব্রাশ দিয়েই ব্রাশ করুন।

দীর্ঘ চার ঘন্টার বিরতিতে খাবার খাওয়া হলে অ্যাসিডি সৃষ্টি করে

কর্মক্ষেত্রে যাদের বেশিরভাগ সময় কাটে চেয়ার-টেবিলে তাদের পিঠব্যথা বা চোখের রোগ ছাড়াও দেখা দিতে পারে অ্যাসিডিটির সমস্যা। আর থেকে পরিত্রাণের রয়েছে উপায়।

অতিরিক্ত চা ও কফি থেকে দূরে থাকুন ঃ অফিসে থাকার সময় অতিরিক্ত চা বা কফি পান করা অনেক ক্ষতি ও অ্যাসিডিটির সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রধান কারণ হল চা বা কফি উচ্চ ক্যাফেইন সমৃদ্ধ যা গ্যাস্ট্রিক উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। তাই যতটা সম্ভব ক্যাফেইন জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকুন।

সকালের নাস্তা বাদ না দেওয়া ঃ যারা অফিসে যান এংব ডেস্কে বসে কাজ করেন তাদের অনেকেরই সকালে নাস্তা না করার প্রবণতা থাকে। এটা কেবল বাজে অভ্যাসই নয় বরং এটা ক্ষতিকারক। চার ঘন্টার দীর্ঘ বিরতিতে খাবার খাওয়া হলে তা অ্যাসিডিটির সৃষ্টি করে। এর মূল কারণ হল দীর্ঘ বিরতিতে খাবার খাওয়া হলে কালি পেটে গ্যাস হয়। তাই সকালে নাস্তা করা আবশ্যক, বিশেষ করে যারা বসে কাজ করেন।

ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া ঃ ভাজা, ঝাল ও অতিরিক্ত মসলাজাতীয় খাবার পেটে অ্যাসিড সৃষ্টি করে। যার ফলে অ্যাসিডিটর সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের খাবার অফিসে তাকার সময় পরিকাপাকের ক্ষেত্রে অ্যাসিড সৃষ্টির পাশাপাশি হজডমে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই কাজ করার সময় হালকা মসলা ও কমল তেলের তৈরি খাবার খ্যায়া বেশি উপযোগী।

খাওয়ার পর পরই বসে থাকা ঃ খাওয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা খাবার হজমের ক্ষেত্রে ভালো নয়। এই সময় প্রোটিন পরিপাক হতে থাকে। তাই খাওয়া পর সামান্য হাঁটাচলা পরিপাকের পক্ষে বেশ ভালো।

ভারী খাবার না খাওয়া ঃ অফিসের দেওয়া খাবার সবারই বেশ পছন্দ। তাই বলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। আর অতিরিক্ত খাবার খাওয়া হলে তা বুক জ্বালা পোড়া ও অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক করে। গ্যাস্ট্রিক রস অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের সেঙ্গ বিক্রিয়া করে। ফলে অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়।

অতিরিক্ত কোমল পানীয় না খাওয়া ঃ কোমল পানীয় বা কার্বনেইড পানীয়তে কার্বনেইটেড বুদবুদ থাকে। যা আমাদের অন্ত্রে প্রবেশের পর আরও বেড়ে যায় তাই এগুলো খাওয়ার পরে অনেক বেশি পেট ভরা অনুভূত হয়। এই ধরনের পানীয় পাকস্থলীতে যাওয়ার পর চাপ সৃষ্টি করে ও গ্যাস নির্গত হয়। তাই ভারী খাবার ও কোমল পানীয় একসঙ্গে খাওয়া ক্ষতিকর।

সঠিক দেহভঙ্গি ঃ হজম প্রক্রিয়া দেহভঙ্গির উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। খাওয়ার পর সোজা হয়ে বসুন। এটা অ্যাসিডিটি ও বুক জ্বালাপোনা কমায়। উঁচু হয়ে বসা কেবল খাবার হজমেই সাহায্য করে না পাশাপাশি অ্যাসিডিট্রি সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

আপনাদের পছন্দের কিছু রেসিপি

ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় বসে বেড টি নেওয়ার অভ্যেস আমার নেই। ফ্রেশ হয়ে আগে এক গ্লাস জল, তারপর চা। ব্রেকফাস্ট করি ওমলেট আর ফলের রস দিয়ে। ডাল-রুটি সবজি দিয়ে দুপুরে হালকা লাঞ্চ করি। শ্যুটিংয়েও বাড়ি থেকে হোমমেড লাইট খাবার নিয়ে যাই। আমার ডাব্বায় সব সময় রুটি, দই আর স্যালাড থাকে। ভেজ, নন-ভেজ দুরকম আমার চলে। তবে আমিষের সব নয় কিছু -কিছু ডিশ আমার পছন্দ। নিরামিষের মধ্যে পরোটা আর মিক্সড সবজি প্রিয়। আমার বাবা মা দুজনেই উত্তরাঞ্চলের। ওখানকার স্পেশাল পেঁয়াজ টোম্যাটোর স্যুপ দারুন লাগে। একে ওখানকার স্থানীয় ভাষায় খিচোনি বলে।

আমার কিন্তু দুঘন্টা অন্তর অন্তর খিদে পায়। তখন টুকটাক মুখ চলতে থাকে। আর সারাদিন ধরে মাঝে মাঝেই ডাবের জল বা লেমন জুসে চুমুক দিই। মনে আছে, যশ রাজের সঙ্গে কাজ করার সময় শ্যুটিংয়ের ফাঁকে খিদে পেলে একটা কাফেটেরিয়া থেকে চিজ টোস্ট খেতাম। যার স্বাদ এখনও আমার মুখে লেগে রয়েছে। ওই কাফের স্যান্ডউইচ, ব্রাউনি, আইসক্রিম এত ভাল যে মন চায় বারে বারে খেতে। আমি যেখানেই যাই না কেন, ব্যাগে সবসময় প্রোটিন বার ক্যারি করি। আমার মিষ্টি খেতে একদম ভাল লাগে না। এমনকী চকোলেটও না। আপেল আর কলা ছাড়া কোনও ফল খেতে ভাল লাগে না। আর পাঁচটা দিনের থেকে রবিবারে মেনু অবশ্যই অন্যরকম হয়। ছুটির দিনে মেনুতে ধোসা বা উত্তরাঞ্চলের স্পেশাল স্যুপ তো থাকেই। রাত ৯টার মধ্যে ডিনারের পাটশেষকরে ফেলি। রাতে শুতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ খাওয়া আমার পুরনো অভ্যেস।

রান্না-বান্নার ব্যাপারে থেকে আমি একটু দুরে থাকাই পছন্দ করি। ওই ব্যাপারে আমার মা জিনিয়াস। আমি একবার কেক বানিয়েছিলাম যাতে বেকিং পাউডার দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সে কেকের স্বাদ নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভাল। রেস্তরাঁয় খেতে গেলে ভারতীয় খাবারের বাইরে চিনা ও থাই ডিশ পছন্দ করি। আপনাদের সঙ্গে এখানে মসালা খিচুড়ি রেসিপিটা শেয়ার করছি।

কী কী লাগবে : ১ কাপ সবুজ মুগ ডাল, ১ কাপ চাল, আদা বাটা, দুটো বড় পেঁয়াজ কুচি, ২টো ছোট আলু, ৩-৪টি কাঁচা লঙ্কার কুচি, ৬টি লবঙ্গ, ৬টি রসুন কুচি, ১টেবিল চামচ আস্ত জিরে, ১টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ গরম মশলা, ধনে পাতা, নারকেল বাটা, ঘি ও নুন পরিমাণমতো।

রাঁধবেন কী করে : আদা, রসুন ও ধনে পাতা একসঙ্গে বেটে নিন। আলু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।

কড়াইতে ১ টেবিল চামচ ঘি ও এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভাজতে থাকুন। পেয়াজের রং ব্রাউন হলেই তাতে আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কার কুচি দিন। একটু ভাজার পর তাতে ধনেপাতা, আদা ও রসুনের মিশ্রণ ও নারকেল বাটা দিন। মশলাগুলো একটু কষানোর পর চাল ও ডাল দিয়ে মুচমুচে করে ভাজতে হবে। জল শুকিয়ে গেলে তাতে আলুর টুকরো দিয়ে পরিমাণ মতো জল ও নুন দিন। জল ফুটতে আরম্ভ করলে সিমে দিয়ে রাখুন। যতক্ষন না চাল ও ডাল সিদ্ধ হয়। সার্ভ করার আগে ধনে পাতার কুচি ছড়িয়ে দিন।

মজাদার স্বাদে এই রেসিপি

খাবারে এই পদ অনেক কিছু দিয়ে করা। চিকেন, প্রন, সসেজ, চিজ, কর্ণ, ক্যাপসিকাম আরো কত কী। পোলাও, চাইনিজ, রাইস, খিঁচুড়ি, যে কোনো কিছুর সঙ্গে ভালো লাগবে। উপকরণ— চিকেন, ২০০ গ্রাম, প্রন ২০০ গ্রাম, সসেজ ২০০ গ্রাম, চিজ ৫০ গ্রাম, সুইট কর্ণ। ক্যাপসিকাম ফুলকপি, টমোটো। ব্রকলি। পেঁয়াজ ৪-৫ টি। কাঁচামরিচ ৪-৫ টি কর্ণ ফ্লাওয়ার ১ চামচ, টমোটো সস -২ চামচ, ওরেস্টার সস আধা, টেবিল চামচ। টেস্টিং সল্ট আধা চামচ। আধাবাটা

আধা চামচ। রসুনবাটা আধা চামচ। মাখন বা সয়াবিন তেল। লবণ খুব বেশি লাগবে না। ওয়েস্টার সসে লবণ থাকে। তাই স্বাদ বুঝে দিতে হবে। যারা কম লবণ খান তারা চেখে দেবেন। পদ্ধতি ঃ চিকেন, প্রন, সসেজ, চিজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো, ব্রকলি ও পেঁয়াজ কিউব করে কেটে মাখন দিয়ে ভাজুন ২ মিনিট। তারপর একটা পাত্রে ভুলে রাখুন। গ্রেভির জন্য - চুলায় মাখন বা তেল গরম করে কিউব করে কেটে রাখা আরো কিছু পেঁয়াজ দিন। একটু বাদামি রং ধরলে তাতে আদাবাটা ও রসুনবাটা দিয়ে ভালো করে কষান। এতে চিকেন, প্রণ, সসেজ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, পেঁয়াজ দিন। মিনিট খানেক কষিয়ে চিজ,, সুইট কর্ণ, ও টেস্টিং সল্ট দিন। আধা মিনিট পর আধা কপ জলে কর্ণ ফ্লাওয়ার গুলে নিয়ে ঢেলে দিন। ভাজা ভাজা হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। হয়ে গেলে একটা পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন।

তৈরি করুন রুটির পরিবর্তে কুলচা

সবজি, মাংস খাওয়ার জন্য সাধারণ রুটির পরিবর্তে বানিয়ে নিন এই ময়দার রুটি।

উপকরণ ঃ ময়দা ২ কাপ। চিনি ১ চা চামচ। বেইকিং পাউডার ১ চা চামচ। বেকিং-সোডা ১/৪ চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। টই দই ১/৪ কাপ। তেল ২ চা চামচ। পানি পরিমাণ মতো। কালোজিরা আধা চা চামচ। কাঁচামরিচ কুচি ঝাল অনুযায়ী। ধনেপাতা কুচি ইচ্ছে।

পদ্ধতি ঃ ময়দার সঙ্গে চিনি, লবণ বেইকিং পাউডার, বেইকিং সোডা, তেল, টক দই ভালো মতো মেখে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ডো বানিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন খুব বেশি শক্ত যেন না হয়।

সুতির ভেজা কাপড় দিয়ে ডো টি ঢেকে দু ঘিন্টা রেখে দিই। দুই ঘন্টা পর রুটি বেলে নিন, অনেকটা নান রুটির মতো পুরু হবে। রুটির ওপর ক্কআলতো হাতে জল লাগিয়ে কালোজিরা, কাঁচামরিচ-কুচি, ধনেপাতা-কুচি ছিটিয়ে আবার একটু বেলে নিন যেন সব রুটির সঙ্গে লেগে যায়।

এবার তাওয়ায় রুটি দিয়ে এপাশ ও পাশ ভালো মতো সেঁকে নিন। নামানোর আগে বাটার অথবা ঘি বাশ করুন। নামিয়ে গরম গমর মাংস বা ডালের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘুম না হলে আয়ুর্বেদ

ঘুম না হওয়া বা অনিদ্রা— এটিকে উপেক্ষা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনিদ্রার সাধারণ কারণ কী?আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া দাওয়া করাটা যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিশ্রামেরও। এ বিশ্রাম সবচেয়ে ভালো হয় সুনিদ্রায়। শিশু, বৃদ্ধা, দুর্বল রোগীদের দীর্ঘ সময় ঘুমের প্রয়োজন। যুবক-যুবতীদেরও নির্দিষ্ট সময় ঘুমোনো দরকার। যতটা ঘুমের দরকার, তা যদি না হয় অথবা মোটেই ঘুম না হয়, তাকেই অনিদ্রা বলে। সাধারণত শরীরে বায়ুও পিত্তের প্রকোপ বা বৃদ্ধির কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। তখন শরীরে শ্লেষ্মার হ্রাস ঘটে। ভয়, ক্রোধ, দুঃশ্চিন্তা, শোকাদি কারণে মানসিক চঞ্চলতা অনিদ্রার কারণ। শরীরের ক্ষয়জনিত কারণে অনিদ্রা আসে। অত্যাধিক ধুমপান, নস্যি, পরিশ্রম উপবাস, পেটে বায়ু জমা, গরম ঠান্ডা লাগা এবং শরীরে আঘাত লাগা বা জীবাণু সংক্রমণ অনিদ্রার কারণ হতে পারে। কাজ পাগল মানুষেরা আবার অনিদ্রাকে ডেকে আনে।

জীবনযাত্রার ও কাজের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। এগুলি কী অনিদ্রার কারণ?

বর্তমান অধিকাংশ যুবক-যুবতীর কাজের পরিবেশ পালটে গেছে। রাতজাগা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অত্যধিক কাজের চাপ অবসাদ আনে। এদের খাওয়া-দাওয়াও সঠিকভাবে হয় না। এরা গুরুপাক খাদ্য অর্থাৎ তেল-ঘি-চর্বি জাতীয় মুখরোচক খাদ্য, ফাস্টফুড ও টিন জাত খাদ্য অধিক পরিমাণে খেয়ে থাকেন। রাতজাগা ও দিবানিদ্রা--- অনিদ্রার আরও একটি কারণ। রাতের ঘুমকে আটকে রেখে কাজ করার জন্য ধূমপান ও অন্যান্য নেশার দ্রব্যকে তখন বন্ধু বলে মনে হয়। যৌবনে তাজা রক্তের প্রবাহ সবকিছুকে তাচ্ছিল্য করে। এর ফলে যে কতটা ভয়ংকর, তা তারা জানেন না, বা জেনেও সতর্ক হন না।

কতটা ঘুমের প্রয়োজন? ঘুমের কাজটাই বা কী? স্বাভাবিক ঘুম হলে শরীরে ৪০/৫০ ক্যালরি শক্তি বাঁচে। সেটা যদি অন্যভাবে পুষিয়ে দেওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কী?

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার ধনকুবের চার্লস স্কোব সাহেবের এক অদ্ভুত ইচ্ছের কথা বলা যেতে পারে। একজন মানুষ সারাজীবন কতটা সময় কাজ করেন আর কতটা সময় ঘুমিয়ে থাকেন, তা জানার জন্য পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয় করে ১৯৩৬ সালে একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। তাতে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, তা এই রকম— একজন সত্তর বছর বয়স্ক মানুষের গড় আয়ু ভাগ করে দেখিয়েছেন যে সত্তর বছরের মধ্যে পঁচিশ বছর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেন। এছাড়া আরো অনেক তথ্য আছে। তবে তার মন্তব্য ঘুমই মানুষের নিকট আত্মীয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, সারাদিনে গড়ে সাড়ে আট ঘন্টার মতো মানুষ ঘুমোয়। তার মধ্যে শিশুকালের অধিক ঘুমও আছে।

মানুষের সাধারণত ৬ থেকে৮ ঘন্টা ঘুমোনো দরকার এবং তা সূর্যাস্তের ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ রাতে। রাতে ঘুম না হলে দিনে যতই ঘুমানো যাক ক্লান্তি ও অবসাদ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

রাতের অন্ধকারে মস্তিষ্ক ঘুমকে ডেকে আনে, কিন্তু ও নিজে ঘুমোয় না, তার কাজ তখন মস্তিষ্কের ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করে পরদিনের জন্য সুস্থ শরীর ও মন তৈরি রাখা। রাতের অন্ধকার ছাড়া আমাদের কয়েকটি গ্রন্থি সঠিকভাবে কয়েকটি উৎসেচক তৈরি করতে পারে না।

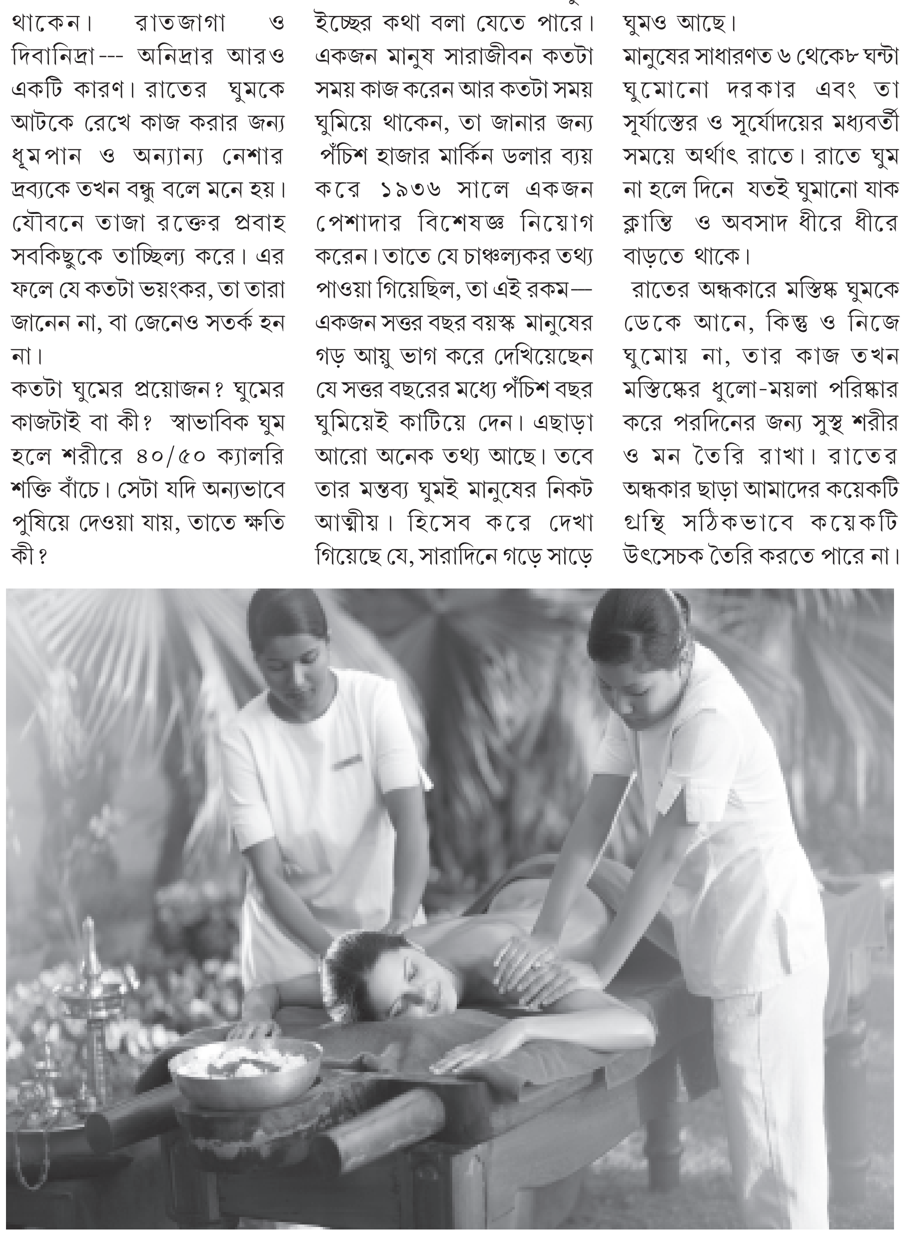

২০১৯ সালের বিশ্বপূজার কিছু বিশেষ মুহূর্ত

‘স্পট আরেস্ট’ করার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

কলকাতা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স):যাদবপুরের ঘটনায় ‘স্পট আরেস্ট’ করার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।
যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে ফোন করেন বাবুল সুপ্রিয়। সূত্রের খবর, বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে ফোন করেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তখনই তিনি ওই পরামর্শ দেন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ উৎসবে যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তথা এবিভিপি আয়োজন করেছিল ওই অনুষ্ঠান। কিন্তু বাবুল ক্যাম্পাসে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দেন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীরা। যাঁরা মূলত নকশাল বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও কারও হাতে কোনও ছাত্র সংগঠনের পতাকা বা ব্যানার ছিল না। দুপুর থেকে এক টানা বাবুল সুপ্রিয়কে ক্যাম্পাসে আটকে রাখার পরই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তিনি উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে ফোন করে বলেন, কেন আগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
এই পরিস্থিতি তৈরি হতে দেওয়া হল কেন ?
একই সঙ্গে রাজ্যপাল ফোন করেন মুখ্য সচিব মলয় দে-কে। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি। মলয় দে জানান, তিনি ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ৬৮ বছর বয়সী রাজ্যপাল নিজেই গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।
উপাচার্য সুরঞ্জন দাস তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হন সহ উপাচার্যও। তাঁদের ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অলকা লাম্বার বিধায়ক পদ খারিজ করে দিলেন স্পিকার

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) আম আদমি পার্টির প্রাক্তন নেত্রী অলকা লাম্বার বিধায়ক পদ খারিজ করে দিলেন দিল্লি বিধানসভার স্পিকার রাম নিবাস গোয়েল। দলত্যাগী আইন প্রয়োগ করে এই নির্দেশ দেয় বিধানসভার স্পিকার রাম নিবাস গোয়েল।
আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে দলত্যাগ করেন অলকা লাম্বা। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এরপরেই অলকা লাম্বার বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের কাছে পিটিশন দায়ের করেন আম আদমি পার্টির বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ।উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির চাঁদনি চক বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন অলকা লাম্বা। বিধায়ক পদ বাতিল হওয়ার পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে অলকা লাম্বা লেখেন, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য বেশি চলবে না। কেজরিওয়ালকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে ট্যুইট বার্তায় অলকা লাম্বা লিখেছেন, আম আদমি পার্টির মধ্যে কোনও গণতন্ত্র নেই। মানুষ এর জবাব দেবে।

দেশের পরবর্তী বায়ুসেনা প্রধান হতে চলেছেন আর কে এস ভাদাউরিয়া

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশের নতুন বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে আর কে এস ভাদাউরিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। বর্তমানে ভাইস চিফ অফ এয়ারস্টাফ পদে রয়েছেন তিনি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বি এস ধানোয়া বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে অবসরগ্রহণ করবে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন আর কে এস ভাদাউরিয়া।
বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধনোয়ার সঙ্গে একই দিনে অবসর গ্রহণ করার কথা ছিল এয়ার মার্শাল ভাদাউরিয়ার। কিন্তু তাঁকে বাহিনীর পরবর্তী প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার কারণে আগামী তিন বছর তাঁর কর্মজীবন সম্প্রসারিত হল। তবে তার আগে ৬২ বছর বয়সে পৌঁছলে বায়ুসেনার নীতি অনুসারে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি ২ বছর বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পুনের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন আর কে এস ভাদাউরিয়া। ৩৬ বছরের পেশাদার জীবনে তিনি ২৬ রকম যুদ্ধবিমানে মোট ৪,২৫০ ঘণ্টা আকাশপথে পাড়ি দিয়েছেন। এর আগে তিনি ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১৮ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত সাদার্ন এয়ার কম্যান্ডের এয়ার অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ, ট্রেনিং কম্যান্ড পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পয়লা মে ভাইস চিফ অফ এয়ারফোর্সের পদে বসেন আর কে এস ভাদাউরিয়া। ফ্রান্স থেকে ৩৬টি রাফাল বিমান কেনার সময়ের ভারতীয় মধ্যস্থতাকারী দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার পালন করেছিলেন। নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল, অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল, বিশিষ্ট সেবা মেডেলের মতো সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

কর্মসংস্থানের প্রলোভন দিয়ে বহিঃরাজ্যে পাচার, বিহারে উদ্ধার অসমের ১৩ জন কিশোর—কিশোরী

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম থেকে বিভিন্ন সময় কর্মসংস্থানের প্রলোভন দিয়ে বহিঃরাজ্যে নিয়ে অসামাজিক কাজে লাগানো হয় নানা বয়সের সাবালক, নাবালক, নাবালিকাকে। এমনই মানব পাচারকারীর এক খপ্পর থেকে অসমের ১৩ জনের এক দলকে বিহার থেকে সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিশ। কর্মসংস্থানের প্রলোভনে দিয়ে বিহারে নিয়ে বিয়ে কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য এবং বিভিন্ন অসামাজিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল উদ্ধারকৃত অসমের ১৩ জনকে। সিআইডি এবং মরিগাঁওয়ের পুলিশ সুপারের নির্দেশে মরিগাঁও সদর থানা থেকে পুলিশের এক দল বিহারের ইস্ট চাম্পারন জেলার কাটোয়া থেকে উদ্ধার করেছে পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক, পাঁচ কিশোর—কিশোরী এবং তিন শিশুকে।
খবরে প্রকাশ, গত ১১ সেপ্টেম্বর মধ্য অসমের মরিগাঁও থেকে বিহারে পাঁচ কিশোরী—কিশোরীকে নিয়ে যাওয়ার সময় গুয়াহাটির কামাখ্যা রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার করেছিল মরিগাঁও পুলিশ। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক মহিলা-সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিহারের ইস্ট চাম্পারন জেলায় অভিযান চালিয়ে অসম পুলিশ উদ্ধার করে ১৩ জনের দলকে মরিগাঁও নিয়ে এসেছে। এই কুকর্মের সঙ্গে জড়িত বিহারের দুই যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের অনিল কুমার এবং দীপক কুমার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। দুজনকে মরিগাঁও সদর থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের নিশ্চিত ধারণা, মানব পাচারের সঙ্গে স্থানীয় চক্র জড়িত। তাদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, জানিয়েছেন মরিগাঁও থানার ওসি।

রাজ্যে সুরক্ষিত নয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও, দাবি সোমেন মিত্রের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবুল সুপ্রিয় নিগ্রহ কাণ্ডে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।
বৃহস্পতিবার সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, ‘রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই বিপর্যস্ত যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীও এই রাজ্যে সুরক্ষিত না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার আন্তরিক করা উচিত ছিল। কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের উপর মন্ত্রীর দেহরক্ষীদের পুলিশি-ব্যবহার সমর্থন যোগ্য না। প্রদেশ কংগ্রেস চায় খুব তাড়াতাড়ি ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরুক। ছাত্র সংসদের অফিস ভাঙচুরের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।’
অন্যদিকে অবশেষে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরভহতে সমর্থ হল রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কনভয় উবৃহস্পতিবার রাত ৮ টা সামান্য পরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট বেরিয়ে যায় রাজ্যপালের কনভয়
বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে হেনস্থা করার পরপরই নড়েচড়ে বসে রাজভবন। যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। উপাচার্যের ওপর রাজ্যপাল প্রচন্ড ক্ষুব্ধ বলেও খবর। রাজ্যপাল ফোন করেন মুখ্য সচিব মলয় দে-কে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ”উদ্ধারে” বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাল কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও।

কাশ্মীরকে নতুন স্বর্গে পরিণত করার স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রীর

নাসিক, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জম্ম ও কাশ্মীরকে নতুন স্বর্গে পরিণত করার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নাসিকে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের সমস্যার সমাধান নতুন উদ্যমের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই দিকেই

ছয়ের পাতায়

নরেন্দ্র মোদী দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বেকারত্ব এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাউ বেকারত্বের পরিসংখ্যান আরও উদ্বেবজনকউ নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসর পর থেকেই ধরেই নিয়েছিল, শুধুমাত্র সরকারি চাকরির দ্বারাই বেকারত্বের সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়উ এ জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থানেরও সুযোগ থাকা উচিতউ এ জন্যই দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক তৈরি করা হয়উ নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর এই মন্ত্রক এখন পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেউ হিন্দুস্থান সমাচার-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতারে বেকারত্ব নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডেউ
বেকারত্বের সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মন্ত্রকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প কেন্দ্র বাস্তবায়িত করেছে। বিগত ১০০ দিনে দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক ভাল কাজ করেছে। এই মন্ত্রক এখনও পর্যন্ত ৫২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে দক্ষ করে তুলেছে। ১২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
মন্ত্রকের পরবর্তী লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, রিকোগনাইজিং ফর প্রাইয়র লেভেলের মাধ্যমে গাড়ি মেকানিক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র মেকানিক, বিউটি পার্লার চালানো লোকেদের বা মিস্ত্রীদের এক সপ্তাহ থেকে ১৫ দিনের মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এনএসডিসির তরফ থেকে। প্রশিক্ষণের পর তাদের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হবে। সেই মানপত্রকে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বা নতুন কর্মসংস্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে এই সকল প্রশিক্ষিত লোকেরা। এমনকি এই সার্টিফিকেট থাকলে বিদেশেও কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে। দেশের ৭২ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। টেক্সাইল বিভাগও এতে সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি স্টার্ট আপ, মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে যে সকল নতুন উদ্যোগপতি উঠে এসেছে তাদের ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত ধারণা, রফতানি, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে অবগত করানো যাবে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাতেও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলাই এর লক্ষ্য। দীনদয়াল যোজনার মাধ্যমে গ্রামে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। পরিবেশের পরিবর্তন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গ্রামের বিভিন্ন ব্লকে ভাল কাজ হয়েছে। এই মন্ত্রক রেল এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককেও সাহায্য করেছে। রেলের যে সকল অদক্ষ কর্মীরা রয়েছে তাদের দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য জব সীকার থেকে যুব সমাজকে জব গিভার হিসেবে পরিণত করা। কেন্দ্রীয় স্তরে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেন্ট্রাল লেভেল স্কিল ক্যাম্পাস টাটা

ছয়ের পাতায়

চলতি বছরেই নাগাচুক্তির শান্তিপূর্ণ সমাধান, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্র : রাম মাধব

ওয়াখা (নাগাল্যান্ড), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের শান্তি ও প্রগতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি চলতি বছরেই নাগা চুক্তির শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারী রাম মাধব।
নাগাল্যান্ডের ওয়াখা শহরে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা বিলোপ সম্পর্কিত আয়োজিত এক জনজাগরণ সভা বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নাগা চুক্তি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথা শুনিয়েছেন রাম মাধব। সভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিজেপি নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাগাল্যান্ডের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫(এ) ধারা বাতিল হলেও ৩৭১ ধারা বাতিলের কোনও প্রশ্নই উঠে না। কেননা, অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং অনুচ্ছেদ ৩৭১-এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই, ব্যাখ্যা করেছেন রাম মাধব।
জোরের সঙ্গে তিনি বসেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই বিজেপি সরকার নাগাল্যান্ডের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকারে কখনও হাত দেবে না, আশ্বস্ত করেছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নাগাল্যান্ডে বিজেপি-র শরিক এনডিপিপি সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে রাম মাধব বলেন, দুই দলের মধ্যে বোজাবুজির মাধ্যমে আসন ভাগবাটোয়ারা করা হবে।।
এদিক, সভা নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই পাত্তন এবং বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি তেমজেন ইমনাই বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন, রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বিজেপি কার্যকর্তারা অক্লান্ত কাজ করছেন।

শিক্ষাঙ্গন

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু তারপরই ফের ঘেরাও হয়ে যান রাজ্যপাল ও বাবুল।

ক্যাম্পাস থেকে বেরতে গেলে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়ে রাজ্যপালের গাড়ি। রাজ্যপালের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ৩০০ থেকে ৪০০ জন পড়ুয়া। আর গাড়ির মধ্যে বসে থাকেন রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিক্ষোভের জেরে ক্যাম্পাস থেকে বেরতে পারেনি রাজ্যপালের গাড়ি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ঘটনাকে নজিরবিহীন বলে সরব হয়েছে সব মহল। পড়ুয়াদের দাবি, রাজ্যপালকে তাঁরা বেরতে দেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পুলিশ ঢুকল ? এই দাবিতে গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বাবুল সুপ্রিয়কে। তাঁকে বের করে আনার জন্যে বিপুল বাহিনী আনা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজে বলেছেন, 'যাঁদের যা কাজ, তারা করবেই। কিন্তু এভাবে আমাকে আটকানো যাবে না'।

যদিও পুলিশ বারবারই দাবি করছে, তাঁরা রাজ্যপালের সঙ্গে এসেছেন। এটা ডেকোরাম। নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা এসেছেন। ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উপর কোনওরকম নজর দিতে নয়। একইসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আরও অভিযোগ, বাবুল সুপ্রিয় তাঁদের মারধর করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ উৎসবে যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তথা এবিভিপি আয়োজন করেছিল ওই অনুষ্ঠান। কিন্তু বাবুল ক্যাম্পাসে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দেন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীরা। যাঁরা মূলত নকশাল বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও কারও হাতে কোনও ছাত্র সংগঠনের পতাকা বা ব্যানার ছিল না।

দুপুর থেকে এক টানা বাবুল সুপ্রিয়কে ক্যাম্পাসে আটকে রাখার পরই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তিনি উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে ফোন করে বলেন, কেন আগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে দেওয়া হল কেন ? একই সঙ্গে রাজ্যপাল ফোন করেন মুখ্য সচিব মলয় দে-কে। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি। মলয় দে জানান, তিনি ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ৬৮ বছর বয়সী রাজ্যপাল নিজেই গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

এরই মধ্যে চাপ নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ও সহ-উপাচার্য প্রদীপ মিত্র। দু'জনকেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দু'জনের অবস্থাই স্থিতিশীল। রক্তচাপ জনিত সমস্যা রয়েছে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়াও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে হেনস্থার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস । পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি । তবে ব্যর্থ হন । অভিযোগ, তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা করেই বাবুল সুপ্রিয়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বামপন্থী ছাত্ররা । কিল, চড় মারা হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে । ক্ষমা না চাইলে কোনও ভাবেই তিনি ক্যাম্পাস ছাড়বেন না বলে, সাফ জানিয়ে দেন বাবুল সুপ্রিয় । প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্যাম্পাসের মধ্যেই অবস্থান শুরু করেন তিনি । প্রচণ্ড ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস ।

এরই মধ্যে রাজ্যপাল গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েন ক্যাম্পাসে। তার পর তাঁর দেহরক্ষী ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাবুলের কাছে পৌঁছে যান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসি ক্যান্টিনের সামনে বাবুল সুপ্রিয়কে আটকে রেখেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। রাজ্যপাল হেঁটে সেখানে পৌঁছে বাবুল সুপ্রিয়কে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে বলেন। তিনি আগলে নিয়ে বাবুল সুপ্রিয়কে নিজের গাড়িতেও তোলেন। কিন্তু এর পরেও শেষ রক্ষা হয়নি। একদিকে বিক্ষোভকারী ছাত্ররা রাজ্যপালের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা বলেন, গাড়ি নিয়ে বেরোতে গেলে তাঁদের চাপা দিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে ক্যাম্পাসের মধ্যে ও বাইরে এবিভিপির সদস্যরা তাণ্ডব শুরু করে দেন। তাঁরা ইউনিয়ন রুমের কম্পিউটার থেকে ক্যারাম বোর্ড সব ভাঙচুর করেন। ক্যাম্পাসের চার নম্বর গেটের বাইরে আবার দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বাঁশ, লাঠি ইত্যাদি জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গোটা ইউনিয়ন রুমের দেওয়ালে 'এবিভিপি' লিখে দেওয়া হয়েছে। ভাঙা হয়েছে পাখা, চেয়ার-টেবিল, ক্যারাম বোর্ড। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে এসএফআইয়ের গোটা ইউনিয়ন রুম।

সব মিলিয়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে। পুলিশের তরফে ছাত্রদের বলা হয় রাজ্যপাল বয়স্ক মানুষ। তাঁর গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হোক। পুলিশের ডিসি এসএসডি সুদীপ সরকার ছাত্রদের অবস্থান তুলে নিতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সপাট জবাব আসে, 'ওঁকে কেউ এখানে আসতে বলেনি'। তখন সুদীপ সরকার বলেন, 'রাজ্যপালের বয়সের কথা মাথায় রেখে আপনারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন'। প্রস্তাব দেন, রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে অভিযোগ জানানোর। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত রাজ্যপাল। উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে ফোনও করেন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাও উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছেন ধনকর। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এই ঘটনা দুঃখজনক। যে ভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে তা অভিপ্রেত নয়। এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন রাজ্যপাল।

কেবল বাবুল সুপ্রিয় নন, বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের হেনস্থার মুখে পড়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। ঘটনার নিন্দা করে তিনি বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমিও পড়াশোনা করেছি। আজকের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দার। আমারও শাড়ি ধরে টানা হয়েছে, অকথ্য গালিগালাজ করা হয়েছে।'

এদিকে, এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঊ দলমত নির্বিশেষে মন্ত্রীর গায়ে হাত তোলার তীব্র নিন্দা করেছেন নেতারা ঊ এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে ঘিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভকে সমর্থন জানালেন না বাম পরিষদীয় তথা নেতা যাদবপুরের বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গায়ে হাত তোলাকে কিছুতেই সমর্থন করেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন সুজন চক্রবর্তীঊ

বাবুল সুপ্রিয় নিগ্রহ কাণ্ডে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, 'রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই বিপর্যস্ত যে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীও এই রাজ্যে সুরক্ষিত না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার আন্তরিক করা উচিত ছিল। কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের উপর মন্ত্রীর দেহরক্ষীদের পুলিশি-ব্যবহার সমর্থন যোগ্য না। প্রদেশ কংগ্রেস চায় খুব তাড়াতাড়ি ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরুক। ছাত্র সংসদের অফিস ভাঙচুরের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভকে ধিক্কার জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা। পাশাপাশি এই ঘটনার তিব্র নিন্দা করে অভিযুক্ত ছাত্রদের দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনিঊ রাহুলবাবু জানান, "এই রাজ্যে সুস্থ গণতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে ঊ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে ঊ রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে এই আখড়া ভাঙতে হবেঊ যেই রাজ্য সরকার সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে রাজনীতি করে সেই রাজ্যে যে এই অবস্থা হবে তা বোঝাই যাচ্ছেঊ" রাহুল সিনহার কথায়, "একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে এই হেনস্থার শিকার হতে হয় তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছেঊ" একইসাথে রাজ্য সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে তিনি জানান, "সারা দেশ জুড়ে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছেঊবাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান মর্যাদা সম্পূর্ণ শেষ হয়েগেছে শুধুমাত্র এই সরকারের অপদার্থতার জন্যঊ আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছিঊ যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁদের দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছিঊ"

অন্যদিকে, আজ রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই ঘটনায় কলকাতা শহরের একাংশে কার্যত অঘোষিত বনধ। রাত আটটা: দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে চলেছে রাজা সুবোধ মল্লিক রোড ধরে। ক্ষিণ কলকাতার ধমনী বলে পরিচিত এই রাস্তা সকাল থেকে রাত যানজটে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যাদবপুর থানা এবং সুলেখা মোড়-এর সংযোগস্থলে ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিত্যযাত্রীরা পড়েছেন বিপাকে। বাঘাযতীন, গাঙ্গুলিবাগান, গড়িয়া এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও শহরতলীগামী মানুষের একমাত্র পথ যাঁর যাঁর পদযুগল। প্রভাব পড়েছে আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে গাড়ির জট সাউথ সিটি পর্যন্ত।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রহণ

আটের পাতার পর।।

অধীনে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেসের চারজন সদস্য রয়েছে। গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে কংগ্রেসের দখলে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

উপনির্বাচন

আটের পাতার পর।।

নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি তুলে নিয়ে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন হলে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলেও কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

জমে উঠেছে উপনির্বাচনের প্রচার কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারী শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনকে ঘিরে প্রচারের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আজ বাধারঘাট কেন্দ্রে শাসক-বিরোধী উভয় শিবির জমিয়ে প্রচার করেছে। তবে, বিরোধী শিবিরের সমর্থকদের দলত্যাগ অব্যাহত রয়েছে। আজ কংগ্রেস এবং সিপিএম থেকে কয়েকশ ভোটার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এদিকে, আগামীকাল প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বাধারঘাট কেন্দ্রে লাগাতর রোড শো এবং পথসভায় অংশ নেবেন। অন্যদিকে, নির্বাচনী মুহূর্তে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বাধারঘাট কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেওয়া শুরু করেছে।

এদিন, সকাল থেকেই দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার শুরু করেছে শাসক-বিরোধী উভয় শিবির। বিকেলে বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদারের সমর্থনে বাধারঘাট মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় কয়েকশ বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক কংগ্রেস-সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে বরণ করেছেন বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার এবং প্রদেশ সহ সভাপতি তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। এদিনই বাধারঘাট কেন্দ্রে প্রচারে অংশ নেন বিজেপি কোর কমিটির সদস্য তথা শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি প্রচারসভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মিমি মজুমদারকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, আজ বাধারঘাটে কংগ্রেসের প্রচার সভায় অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। তিনি বিজেপিকে সাঁড়াশি আক্রমণ করে কংগ্রেস সমর্থক এবং অন্যান্য ভোটারদের ভোকাল টনিক দিয়েছেন। এদিন তিনি কংগ্রেস প্রার্থী রতন চন্দ্র দাসের সমর্থনে সভায় অংশ নিয়েছিলেন। সিপিএমও আজ বাড়ি বাড়ি প্রচারে গতি বাড়িয়েছে। সকাল থেকে প্রচারে সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাসের সাথে ছিলেন দলীয় বিধায়ক রতন ভৌমিক।

আগামীকাল বাধারঘাট কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে আরও গতি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ সকাল থেকেই সমগ্র বাধারঘাট কেন্দ্র মাতাবেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটা থেকে রোড শো এবং পথ সভায় অংশ নেবেন। দলীয় সূত্রে খবর, বিপ্লব কুমার দেব আগামীকাল সমগ্র বাধারঘাট কেন্দ্রে প্রার্থী মিমি মজুমদারকে সাথে নিয়ে রোড শো করবেন। এরপর তিনি সাতটি পথ সভায় অংশ নেবেন।

এদিকে, আগামীকাল সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও বাধারঘাট কেন্দ্রে প্রচারে অংশ নেবেন। তাছাড়া, কংগ্রেসও জমজমাট প্রচারের আয়োজন শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বাধারঘাট কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আজ থেকে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী টহল দিতে শুরু করেছে।

আলিপুর কোর্টে

আটের পাতার পর

সিবিআই। বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছেন ১৪ জন দুঁদে অফিসার। বিশেষ দলটির একমাত্র লক্ষ্য, আগামী ৭ দিনের মধ্যে রাজীব কুমারের হদিশ পাওয়া। সেই লক্ষ্যেই কলকাতা পা দেওয়া মাত্রই তৎপরতায় তুঙ্গে তাঁদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন এই বিশেষ প্রতিনিধিরা। রাজীব কুমারের ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে কোন নম্বরে তাঁকে পাওয়া যাবে, তা জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে ই-মেল করে চিঠিও দিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। এই মামলায় কীভাবে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে আইনি ঘুঁটি সাজাবেন, তা নিয়ে বেশ সাবধানী পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাঁরা।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌছে আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরমধ্যে মারুতি ও ইকো গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় আনুমানিক তিনটার সময় মারুতি গাড়ির চালকের মৃত্যু হয় এবং ইকো গাড়ির চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে তদন্তে নামে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। মৃত উত্তম সরকারের চন্দ্রপুর সাত নং কলোনী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, শহরের এনসিসি থানার অন্তর্গত লিচুবাগান এলাকায় স্কুটি দূর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে এক যুবক। নিহত যুবকের নাম বিকাশ মল্লিক। বয়স আনুমানিক পঁচিশ। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্বকর্মা পূজার রাতে আনুমানিক এগারটা নাগাদ। স্কুটি নিয়ে বিকাশ বেপরোয়াভাবে যাচ্ছিল। লিচুবাগান এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। তাতে বিকাশ স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তাকে স্থানীয় জনগণ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত বিকাশ মল্লিকের বাড়ি শহরের রামনগর এলাকায়।

অন্যদিকে, সিধাইয়ের তারানগর এলাকায় একটি বাইক দূর্ঘটনায় বলাই শীল নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই যুবক একটি বাইক নিয়ে বেপরোয়াভাবে যাচ্ছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাতে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত বারোটা নাগাদ বলাই শীলের মৃত্যু হয়।

তাছাড়া এয়ারপোর্ট থানার অধীন ছনমড়িতে দুটি বাইকের সংঘর্ষে প্রীতম বিশ্বাস নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামে। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিশালগড়ের লেম্বুতলী এলাকার বাসিন্দা সুমন সুরকার নামে এক যুবক বাইক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। সে একটি বাইক নিয়ে বেপরোয়া ভাবে যাচ্ছিল। কমলাসাগর রোডে একটি ইলেক্ট্রিক পোস্টের সাথে ধাক্কা লাগে। তাতেই সে গুরুতর আহত হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সে প্রাণ হারায়।

চম্পকনগরে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে ঘিরে এখনও এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। কারণ, পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তিনি জানান, তার ভাই এখন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ-বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে, নাকি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন দিলীপ দেববর্মা, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

এদিকে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সিপিএম এক বিবৃতিতে বলেছে, গত রাতে জিরানীয়া মহকুমার রবিঠাকুর পাড়ায় ষি পিআইএম কর্মী দিলীপ দেববর্মাকে গুরি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। চার জন হেলমেট পরা মুখোশধারী দুর্বৃত্ত রাতে ষাড়ে ৯টা নাগাদ দিলীপ দেববর্মাকে তার বাড়িতে ঢুকে কথা বলতে চায়। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ঘাতকরা পিস্তল থেকে গুলি করে। দিলীপ দেববর্মা প্রাণ বাঁচাতে আততায়ীদের ষাথে ধস্তাধস্তি করায় দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দিলীপ দেববর্মার বুকে আঘাত করে। গুলির শব্দ শুনে পাড়ার মানুষ বেরিয়ে এলে ঘাতকরা ষরে পড়ে। এরা কয়েখশ মিটারদুরে তাদের বাইক রেখে এষেছিল। বাইকে উঠে পালাবার ষময় আরেক রাউন্ড গুলি করে মানুষকে ভয় দেখায়। ঘটনাস্থলে ৯ এমএম পিস্তলের গুলির খোল পাওয়া যায়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় দিলীপ দেববর্মাকে পাড়ার বাষিন্দারা রাতেই জিবি হাষপাতালে নিয়ে আষেন। আজ তার পায়ে অস্ত্রোপচার হয়েছে। এলাকাবাষীর অভিযোগ, আইপিএফটি'র ঘাতক বাহিনী এই আক্রমণ ষংগঠিত করেছে। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ষিপিআইএম কর্মী এবং উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির ষদষ্য মহানন্দ দেববর্মা। আইপিএফটি'র তিপ্রাল্যান্ডের আবেগতাড়িত শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে যারা বিধানষভা নির্বাচনের আগে ওই দলে যোগ দিয়েছিলেন, তারা বিভ্রান্তি কাটি টিওয়াইএফে যোগ দিচ্ছেন। গত ১৬ ষেপ্টেম্বর তাদের অনেকেই মহানন্দ দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলায় যুব মিছিলে অংশ নিয়েছেন। এই জন্যই তাকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তাদের বোন অঞ্জলী দেববর্মা স্থানীয় এডিষি ভিলেজের চেয়ারম্যান, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাড়িতে থাকতে পারেন না।

ষিপিআইএম রাজ্য ষম্পাদকমন্ডলী দিলীপ দেববর্মার ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। অবিলম্বে আততায়ীদের গ্রেপ্তারের দাবি করছে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে ষমস্ত শুভবুদ্ধি ষম্পন্ন মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

হবে।

এদিকে, ওই নাবালিকার বাবা জানান, তার ১১ বছরের কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তার অভিযোগ, বাড়ির পাশে দোকানের মালিক তার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। তার দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরে ওই দোকানের মালিক তার মেয়ের সাথে কুকর্ম করেছেন। কিন্তু তার মেয়ে এ-বিষয়ে বাড়িতে কিছুই জানায় নি। কিন্তু, কয়েকদিন ধরে তার শরীরে অস্থিরতা অনুভব করায় তাকে চাপ দিয়ে ধর্ষণের বিষয়ে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, নিশ্চিত না হয়ে পুলিশ অভিযোগ জানানো ঠিক হবে না, তাই ওই দিন পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তাদের কিছুই বলিনি। তার দাবি, গতকাল মেয়েকে ধমক দেওয়ায় সমস্ত সত্যি ঘটনা জানতে পেরেছি। তাই আজ ধর্ষণের মামলা করেছি।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তবে, পুলিশ প্রকৃত সত্য বের করে তবেই ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে।

স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

গোটা দেশ এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘ সময়ের হিংসাত্মক পরিবেশ থাকার পর এখন কাশ্মীরের মা ও বোনেরা উন্নয়নের পথে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এখন নতুন স্লোগান দেশবাসীকে দিতে হবে তা হল, 'সবাই মিলে চলো নতুন কাশ্মীর বানাই, ফের একবার কাশ্মীরকে স্বর্গে পরিণত করি' (আব মিলকার এক নয়া কাশ্মীর বানানা হ্যায়)। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিশেষ মর্যাদা অবলুপ্তি পরে এখন থেকে সেখানে আইনের শাসন বলবত হবে, যা গোটা দেশে রয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকর করা যাবে জম্মু ও কাশ্মীরে।

প্রধানমন্ত্রী নাম না করে পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে বলেন সীমান্তের ওপার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে অশান্ত করে তোলার চক্রান্ত হচ্ছে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি করে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে

পাচের পাতার পর

গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গড়ে তোলা হবে। কাজ শেষের দিকে। পাশাপাশি বিড়লা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় কানপুরে এই রকম ক্যাম্পাস গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে আহমেদাবাদেও এমন ক্যাম্পাস গড়ে টোলা হবে। কাশ্মীরের উন্নয়নের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে একটি প্রতিনিধি দল জম্মু ও কাশ্মীরে যাবে। যে সকল আইটিআই প্রতিষ্ঠান সেখানে রয়েছে তাদের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি নতুন আইটিআই প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হবে। পারম্পরাগত যে শিল্প জম্মু ও কাশ্মীরে রয়েছ তারও উন্নতি করা হবে। কাশ্মীরের রোজগারের পরিসর গড়ে তোলা হবে। দারিদ্র সীমা নীচে থাকা মানুষদেরও দক্ষতা উন্নয়ন মাধ্যমে উন্নতিসাধন করা হবে। এমনকি এতে সংখ্যালঘুদের উন্নতি করা হবে।

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

সমঝোতা বিষয়ে চুক্তি হয়েছিল, জোট সরকার গঠন হলে এডিসিতে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। এডিসি নির্বাচন এবং প্রশাসন পরিচালনার পুরো সুযোগ আইপিএফটি-কে দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, সেই প্রতিশ্রুতি বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতিকে মনে করিয়ে দিয়েছি। তবে, বিজেপিও এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈরি হচ্ছে।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়ার দাবি, সময়মতো এই ইস্যুতে আলোচনা হবে। বিজেপি এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলতেই পারে। কিন্তু আমরাও ওই দাবি থেকে এক চুলও সরছি না, সাফ কথা তাঁর। এদিকে, ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনে বিজেপির প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন এনসি দেববর্মা। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ১২ জন মন্ত্রী হওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু, মাত্র নয়জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় রদবদল জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি-র সাথে প্রাক-নির্বাচনী চুক্তি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে মন্ত্রিসভায় আসন বণ্টন করা হোক। সে মোতাবেক, আইপিএফটিকে আরও একজন মন্ত্রী পদ দেওয়ার দাবি জানান তিনি। এতে মানে হয়েছে, এডিসি নির্বাচন এবং মন্ত্রিসভায় আরও একটি আসনের দাবিতে শাসক জোট শরিক বিজেপি-র ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে আইপিএফটি।

সমস্ত

● প্রথম পাতার পর

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সাথে যোগ করেন, পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

এদিকে, গতকাল প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নির্বাচন অবজারভার এবং ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সাথে দেখা করে প্রত্যেক ভোটারের ভোট সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে পবিত্র কর বলেছিলেন, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ভোটারের নিজের পছন্দমোত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট পর্ব সম্পন্ন করার দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া, ভোটে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা।

আজ ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচন হলেও ভোট প্রক্রিয়ার নিয়মে কোন ফেরবদল হয়নি। নির্বাচন নিয়ে কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা পালন করা হবে। তাঁর কথায়, নির্বাচনে ওয়েবকাস্টিংয়ের যে নিয়ম রয়েছে তাও পালন করা হবে। এ-ক্ষেত্রে বাধারঘাট উপনির্বাচনেও ভিডিওগ্রাফির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে ১০০ শতাংশ বুথে ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সে মোতাবেক সংস্থা বাছাই করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ভোট নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ভোটার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে, সে-কথা আজ তিনি জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী ভোট নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ইতিমধ্যে রাজ্যে পৌছে গিয়েছে।

ইস্যু

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে বাঙালি, হিন্দিভাষী ও গোর্খারাও রয়েছেন। বহু প্রকৃত ভোটাররা বাদ পড়েছেন। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। আমি একটি অফিসিয়াল চিঠি জমা দিয়েছি।'

অসম এনআরসি নিয়ে আলোচনা হলেও, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি নিয়ে অমিত-মমতার মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি সম্পর্কে কিছুই বলেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমার অবস্থান স্পষ্ট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছে, বাংলায় নাগরিক পঞ্জির কোনও প্রয়োজন নেইঊ' প্রসঙ্গত, বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এয়ার এশিয়া

আটের পাতার পর

সপ্তাহে চারদিন একটি করে এবং আগরতলা-ইমফল রুটে সপ্তাহে দুইদিন একটি করে এয়ারবাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে ওই সংস্থার।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে গুয়াহাটি এবং ইমফলে এয়ার এশিয়া বিমান পরিষেবা দিচ্ছে। ত্রিপুরায় ওই সংস্থার বিমান পরিষেবা শুরু হলে রাজ্যের বিমান যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

শান্তনু ভৌমিককে আজ স্মরণ করবে প্রেস ক্লাব

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আগামীকাল শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর তরুণ ও প্রতিভাবান সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকের দ্বিতীয় হত্যাকান্ড দিব,। ২০১৭ সালে এমনই দিনে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর স্মরণে আগামীকাল বিকাল পাঁচটায় রবীন্দ্রভবনের সামনে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হবে। তাঁর খুনের প্রকৃত আততায়ীদের এখনো সাজা হয়নি। আগামীকাল এর প্রতিবাদও জানানো হবে। বিকাল পাঁচটায় রবীন্দ্রভবনের সামনে সব সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রোটারী ক্লাবের শিক্ষক সম্মাননা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রোটারী ক্লাব অব আগরতলা সিটির উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হচ্ছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে এবছরের রোটারী শিক্ষক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ উপাচার্য্য অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা এবং আগরতলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ অনুপ সাহা।

এবছরের শিক্ষক সম্মাননা প্রদান করা হবে- বিশিষ্ট শিক্ষক তপন চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন), বিশিষ্ট শিক্ষক সিদ্ধার্থ শংকর রায় (শিশুবিহার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল), বিশিষ্ট শিক্ষিকা চন্দনা চাকমা (চানমারী উচ্চ বিদ্যালয়), ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আদিত্য কুমার মহান্তি কে। মোট চারজন শিক্ষককে এই সম্মান প্রদান করা হবে এবছর। রোটারী ক্লাব অব আগরতলা সিটির তরফ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই পরিবারে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে মারধরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে শহরের লঙ্কামুড়া এলাকা। সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। দুই পরিবারের মধ্যে লাঠি, দা, রড, নিয়ে মারধর চলে। ঘটনার খবর পেয়ে রামনগর আউটপোস্টের পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client M/s Vishal Associate LLP 101, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110008, intends to purchase the property i.e., half (50%) part of Residential built up property No. 3/21 (3E/21), East Patel Nagar, measuring 200 Sq. yds. New Delhi-110008 from Shri Bharat Chaudhry S/o Shri D.K. Chaudhry (1/4th i.e 25% share) & Ms Nalini Murthy W/o Late RK Murthy (1/4th i.e 25% share) in said property. In case anyone has any right or claim or interest over the said property, he/she may contact the undersigned within 15 days and in case no one claims any right over the same, my client shall be free to purchase the said half (50%) built up property and it is presumed that there is no right of anyone over the said property except the said Shri Bharat Chaudhry S/o Shri D.K. Chaudhry (1/4th i.e 25% share) & Ms Nalini Murthy Wlo Late R K Murtay (1/4th i.e 25% share).

Amit Batra (Advocate)
26B/1, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-05

াঙ্গন

ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজের ফাইনালে বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আফগানিস্তানের কাছে হারের ধাক্কা সামলে ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজের ফাইনালে জায়গা করে নিল বাংলাদেশ। লিগে তৃতীয় ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে ৩৯ রানে পরাজিত করল টাইগাররা।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরি স্টেডিয়ামে টস জিতে জিম্বাবোয়ে বাংলাদেশকে প্রথম ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৫ রান তোলে। হাফ-সেঞ্চুরি করেন মাহমুদুল্লাহ। ব্যাট হাতে কার্যকরী অবদান রাখেন লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিম। কাইল জার্ভিস নজরকাড়া বোলিং করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবোয়ে ২০ ওভারে ১৩৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়। রিচমন্ড মুতাম্বামি হাফ-সেঞ্চুরি করলেও বাকিদের ব্যর্থতায় জিম্বাবোয়ের পক্ষে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শফিউল ইসলাম ছাড়াও বাংলাদেশের হয়ে পাল্লা দিয়ে উইকেট তোলেন মুস্তাফিজুর রহমান ও অভিষেককারী আমিনুল ইসলাম।

বাংলাদেশের হয়ে মাহমুদুল্লাহ সর্বাধিক ৬২ রান করেন। ৪১ বলের ইনিংসে তিনি ১টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন। লিটন দাস ৪টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ২২ বলে ৩৮ রান করে আউট হন। মুশফিকুর রহিম ২৬ বলে ৩২ রানের যোগদান রাখেন। মুশফিক ৩টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। শাকিব আল হাসান মাত্র ১০ রান করে আউট হন। জার্ভিস ৩৩ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন।

এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। জিম্বাবোয়ে ৩টি ম্যাচেই হেরে যাওয়ায় ফাইনালের সূচি কার্যত নির্ধারিত হয়ে যায়। আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই দুই ম্যাচের দুটিতেই জয় তুলে নিয়ে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।সুতরাং খেতাবি লড়াইয়ে বাংলাদেশ যে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হতে চলেছে, সেটা নিশ্চিত। টুর্নামেন্টের বাকি ২টি লিগ ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

থাইল্যান্ডের পর্নপাউয়ির কাছে হেরে বিদায় সিন্ধুর

চাংঝৌ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রথম রাউন্ডে স্থানীয় তারকা লি জুয়েরুইকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে চিন ওপেন শুরু করেছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পিভি সিন্ধু। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডেই ধাক্কা খেলেন পিভি সিন্ধুর চিন অভিযান। থাইল্যান্ডের পর্নপাউয়ি চোচুওংয়ের কাছে হেরে বিদায় নিতে হল অলিম্পিক রুপো জয়ী ভারতীয় তারকাকে।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ব্যাডমিন্টনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই প্রথম কোনও টুর্নামেন্টের কোর্টে নামেন সিন্ধু। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ক্রমশ চড়ছিল। প্রথম রাউন্ডের দাপুটে জয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেও থাই তারকার বিরুদ্ধে পরিচিত ছন্দে ধরা দিতে পারলেন না হায়দরাবাদি শাটলার।

যদিও দ্বিতীয় রাউন্দের শুরুটা মন্দ হয়নি সিন্ধুর।

থাই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তিনি অনায়াসে প্রথম গেম ছিনিয়ে নেন। পরের দু'টি গেমে হেরে বসায় এ-যাত্রায় শেষরক্ষা হয়নি

শেষ ম্যাচ জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ দখলে রাখতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

মোহালি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে। বুধবার মোহালিতে দ্বিতীয় ম্যাচ টিম ইন্ডিয়া জিতে যাওয়ায় সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে রয়েছে। ধরমশালায় প্রথম টি-২০ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায়, তিন ম্যাচের সিরিজ এখন দুই ম্যাচের সিরিজ হয়ে গিয়েছে। ফলে বেঙ্গালুরুতে শেষ টি-২০ ম্যাচ জিততে মরিয়া ভারত।

মোহালিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক বিরাট কোহলির অপরাজিত ৭২ রানে ভর করে ৭ উইকেটে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া। প্রোটিয়াদের ১৫০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিলেন দুই ওপেনার রোহিত শর্মা এবং শিখর ধাওয়ান। তবে দুই ছক্কায় ১২ রান করে সাজঘরে ফেরেন রোহিত। এরপর মাঠে নামেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ৫২ বলে অপরাজিত ৭২ রান করে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ৩১ বলে ৪০ রান করে ডাগ আউটে ফেরেন শিখর ধাওয়ান। বলা ভাল দুরন্ত ক্যাচ ধরে ডেভিড মিলার গব্বরকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে বাধ্য করেন। তবে শেষ দিকে ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন শ্রেয়স আইয়ার। এক ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় টিম কোহলি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অ্যাওয়ে ম্যাচে ইউক্রেনের শাখতার দোনেৎস্ককে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এর আগে নরউইচ সিটির বিরুদ্ধে প্রিমিয়র লিগের শেষ ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি হারে অবাক হয়েছিলেন ফুটবল অনুরাগীরা। কিন্তু সেই হার ভুলে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তা প্রমাণ করে দিলেন পেপ গুয়ার্দিওলার ছেলেরা।

ঘরের মাঠে ইউক্রেনের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবের প্রতি-আক্রমণ নিয়ে সতর্ক করেছিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা। জন স্টোনস, এমেরিক ল্যাপোর্টেহীন স্কাই ব্লুজ রক্ষণে এদিন তাই ওটামেন্ডির সঙ্গে ফার্নান্দিনহোকে জুড়ে দেন ম্যান সিটি বস। ম্যাচে ক্লিন শিট যা নিঃসন্দেহে আশ্বস্ত করবে তাঁকে।

সোনা জেতা হলো না দলগত ইভেন্টে

একক ইভেন্টে স্বর্ণ জেতার পর এবার এশিয়ান র্যাঙ্কিং আর্চারিতে ছেলেদের দলগত ইভেন্টে রুপার পদক জয় করেছে বাংলাদেশ।

এশিয়ান র্যাঙ্কিং আর্চারিতে দুটি স্বর্ণজয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল বাংলাদেশ। রিকার্ভের একক ইভেন্টে স্বর্ণ জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন রোমান সানা। কিন্তু দলগত ইভেন্টে স্বর্ণ জেতা হয়নি বাংলাদেশের। দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে রুপা জিতেছে আর্চারি দল।পুরুষদের দলে রোমান ছাড়া আরও ছিলেন মোহাম্মদ তামিমুল ইসলাম ও মোহাম্মদ হাকিম আহমেদ। সেমিফাইনালে তাঁরা মালয়েশিয়াকে ৫-৩ সেটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন। ফাইনালে চীনের বিপক্ষে হার সেই ৫-৩ সেটের ব্যবধানেই।তবে রোমানের সাফল্য নিয়ে উৎসব হতেই পারে। এশিয়া কাপ র্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে ব্যক্তিগত ইভেন্ট তাঁর স্বর্ণজয় অনেক বড় সাফল্যই। এতে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের পথে এগিয়ে গেছেন আরও এক ধাপ। এদিকে মিশ্র দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে চীনা তাইপেকে ৫-১ সেট পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই ইভেন্টেও বাংলাদেশ দলের ভরসা ছিলেন রোমান সানা। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিউটি রায়।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : 02/EE/DWS/BLN/2019-20

Sl No	Name of the work and DNIT No	Estimated cost	Last date of receiving of application	Last date of issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
01.	Running Mtc. of NRDWP Scheme/ Hiring of Maruti Van (Omni / Ecco) model not earlier than 2012 for DWS Sub-Division, Sabroom for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 04/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 3,19,680/-	Upto 4.00PM on 25.09.2019	Upto 4.00PM on 26.09.2019	Upto 3.00PM on 30.09.2019
02.	Running Mtc. of NRDWP Scheme/ Hiring of Maruti Van (Omni / Ecco) model not earlier than 2012 for DWS Sub-Division, Barpathari for the period of 1 (One) year. DNIT NO:- 05/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 3,19,680/-			
03.	NRDWP Scheme/ S.H.: Deployment of Truck for drinking water by polythene storage tank in different pockets/ spots/ habitations during the scarcity of drinking water for the year 2019-20, within the area of Bokafa R.D. Block under DWS Sub-Division, Santirbazar. DNIT NO:- 06/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,34,900/-			

All other necessary information can be seen in the **office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia** during office hours.

Sd/-Illegible
(Er Tamal Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura

"Conserve Water and Save life"
ICA/C-1112/19

AUCTION NOTICE

Sealed Tenders on plain paper are hereby invited from the interested buyers for sale of the following 1(one) No. Ambassador car bearing No.TR-014-1043 from this end on "AS IS WHERE IS BASIS"

Sl. No.	Type of the Vehicle Model	Model	Registration No. of the Vehicle	Reserve Value of the Vehicle (in Rs.)
1.	Ambassador Car	1996	No. TR-01/1043	Rs.20,000/-

The item will be available for Inspection on all working days from 20th to 25th September, 2019 at 11.00 AM to 5.00 P.M. in the Office premises of the Directorate of Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance, Gorkhabasti, P.N. Complex,
Agartala. The concerned agency/firm/person before inspection may be contacted with the Store Section of the Directorate of Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala. Tender Quotations through Registered Post, Speed Post/Courier Service will be received in the Office of the undersigned on or before 30th September, 2019. Quotations in sealed covers should be addressed to the Director, Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala. There should be written of the top of the sealed cover in capital letters "AUCTION FOR PURCHASE OF ADBASSADOR CAR". Details in this regard will be available in the Directorate of Small Savings, Group Insurance & Institutional Finance, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala during office hours on all working days and in the website www.dif.tripura.gov.in.

(Amit Barman Ray,IAS)
Director, Small Savings, Group Insurance
& Institutional Finance

ICA-C/1119/19

ঃ- অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্ত করণ চাই ঃ-

Ref : East Agartala Women PS UD Case No- 2019 RNBO13 dt 17-9-2019 U/S 174 CrPC.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, চুল- কালো, স্বাস্থ্য - হালকা পাতলা, পরনে সাদা গেঞ্জি এবং ছোট (হাফ) পেন্ট। গত ১৭/০৯/২০১৯ ইং তারিখ বিকাল বেলায় নলগরিয়া হইতে কৃষ্ণনগর যাওয়ার রাস্তার পাশে নির্মিয়মান দালান বাড়ির মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে ওই মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্য জিবিপি হাসপাতালে মর্গে রাখা হইয়াছে। উপরে উল্লেখিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিন্দ্রেল নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১-২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা- ০৩৮১-২৩২৪৯১৮

ICA/D-975/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

TRIPURA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TUDA)
NOTICE

Most of the Customers (who already booked their Flat in the Township Project of Tripura Urban Planning and Development Authority (TUDA)] at UD Land Site, Vivekananda Site have already submitted "Option for Car Parking". Now this is for kind notice of the remaining customers who had already booked their Flat but not given the option for car parking to give the said option as per format available in the Website of TUDA latest by 30th September, 2019. No application after this due date of 30th September, 2019 will be accepted or entertained by TUDA. The option for car parking may be sent to TUDA by letter & mail (tuda.trp@gmail.com)

Sd/ Commissioner (TUDA)

ICA/D/967/19-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 20 September, 2019, Friday আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাজ্যের সাফাই কর্মীদের দুরবস্থার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করেছেন মঞ্জু দিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় সাফাই কর্মীদের দুরবস্থার জন্য কার্যত পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সাফাই কর্মী জাতীয় কমিশনের সদস্যা মঞ্জু দিলের। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় সাফাই কর্মীদের জন্য সরকারি দফতরে অনুমোদিত পদ নেই। তাই তাঁদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়নি।

বুধবার তিনি আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য অতিথিশালায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কেমন আছেন সাফাই কর্মীরা, তা বুঝতে এবং জানতেই ত্রিপুরায় এসেছি। কিন্তু তাঁদের অবস্থা দেখে ভীষণ বিস্মিত হয়েছি। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, সাফাই কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী ত্রিপুরায় সামগ্রিকভাবে প্রদান করা হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় খুব অল্প সময়ে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর কথায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে সাফাই কর্মীদের নর্দমায় নামানো যাবে না। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে নর্দমায় নামানো হলে তাঁদের জন্য সমস্ত সুরক্ষা সামগ্রী সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিন তিনি বলেন, ভারত সরকার গরিবদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এনেছে। সেক্ষত্রে ত্রিপুরায় সাফাই কর্মী ওই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কিনা তা সুনিশ্চিত করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছি। সাথে যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রত্যেক সাফাই কর্মীর ঘর বরাদ্দ সুনিশ্চিত করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর কথায়, যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং প্রধানমন্ত্রী অবাস যোজনায় ঘর পায়নি তাঁদের চিহ্নিত করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য বলেছি।

আজ মঞ্জু দিলের উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় সাফাই কর্মীদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা প্রতিদিন ২৩০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন।

তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মাত্রা ১৬০ টাকা দৈনিক মজুরি পাচ্ছেন। ওই সামান্য মজুরি দিয়ে সংসার প্রতিপালন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরায় সাফাই কর্মীদের জন্য সরকারি দফতরে একটিও অনুমোদিত পদ নেই। পূর্বতন সরকার কেন তাঁদের জন্য সরকারি দফতরে অনুমোদিত পদ সৃষ্টি করেনি, অসন্তোষ প্রকাশ করে জানতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, সরকারি দফতরে চাকরি মিললে তবেই সাফাই কর্মীদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন সম্ভব। এদিন তাঁর কথায় মনে হয়েছে, সাফাই কর্মীদের দুরবস্থার জন্য কার্যত বামফ্রন্ট সরকারকেই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় সমস্ত সাফাই কর্মীদের বছরে অন্তত দুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন বাধ্যতামূলক বলে তা সুনিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি। এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় সাফাই কর্মীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

ক্রমশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে বলে সাফাই কর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ, অতীতে পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের কোনও ছুটি ছিল না। কিন্তু ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তাদের জন্য ছুটি বরাদ্দ হয়েছে। তাঁর কথায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সম কাজে সম বেতন চালু করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

আর মাত্র কয়েকদিন বাকি পূজোর। তাই প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় চলছে প্যান্ডেলে জোড় প্রস্তুতি। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্রে মোদী সরকার চেয়ে মানত রেখেছিলেন ফুলতেরা বিবি, ভিক্ষায় সংগৃহীত টাকা করিমগঞ্জ বিজেপিকে হস্তান্তর

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোরান পাঠ করাবেন। এর জন্য ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে টাকা জমিয়েছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনৈক মহিলার ব্যতিক্রমী বিজেপি-প্রীতি সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক, 'মহান আল্লাহের কাছে মন্নত রেখেছিলেন' শহর সংলগ্ন সাদারাশি গ্রামের বৃদ্ধা ফুলতেরা বিবি। মানত সফল হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এবার মানত রক্ষায় কোরান পাঠ করাবার জন্য ৫ টাকা, ১০ টাকা করে তিন হাজার টাকা একত্রিত করেছিলেন বৃদ্ধা ফুলতেরা। তাঁর মনবাসনা পূর্ণ হওয়ার পর বৃদ্ধা ফুলেতরা ভিক্ষা করে জমানো তিন হাজার টাকা নিয়ে করিমগঞ্জ বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস-সহ দলীয় অন্যান্য পদাধিকারীদের কাছে তিন হাজার টাকা তুলে দিয়ে বৃদ্ধা ফুলেতরা তাঁর মনোবাসনার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, তাঁর মনোবাসনা অনুযায়ী বিজেপি সরকার পুনরায় কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এবার এই ভিক্ষার টাকা দিয়ে কোরান পাঠ করানোর জন্য জেলা নেতৃত্বের কাছে আবেদন রাখছি। বৃদ্ধা ফুলেতরার এমন নজিরবিহীন কাজে উপস্থিত জেলা নেতৃত্ব অত্যন্ত আবেগিক হয়ে পড়েন। দলীয় কার্যালয়ে বৃদ্ধা ফুলতেরাকে দলের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির আগামীদিনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আশীর্বাদ রাখতে বৃদ্ধা ফুলেতরার প্রতি আবেদন রাখেন। এআইডিসি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক নীরবে নিভৃতে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দলের হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। যা কখনও প্রকাশ্যে আসে না। সকল ধর্মের, সকল সমাজের মানুষের আশীর্বাদেই বিজেপি দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। মানুষের আশীর্বাদ ছাা কোনও কাজই সাফল্য লাভ করে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিরলসভাবে দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই-তো অচেনা, অজানা নরেন্দ্র মোদীর জন্য দেশের এই সীমান্ত অঞ্চলের এক বৃদ্ধার মনে নাড়া দিয়েছিল। এমন অসংখ্য মানুষের প্রাণভরা আশীর্বাদের জন্যই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে পুনরায় সরকার গঠনে সক্ষম হয়েছে। যারা সর্বক্ষণ জনগণের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদের কল্যাণ স্বয়ং ভগবান করেন। বৃদ্ধা ফুলতেরার এমন বিজেপি-প্রীতির প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে তাঁর শারিরীক সুস্থতা কামনা করেন মিশন দাস।

পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তাই মুর্তি পাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে বিমান পরিষেবা চালু করতে চলেছে এয়ার এশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সম্ভবত ২০ অক্টোবর থেকে ত্রিপুরায় এয়ার এশিয়া বিমান পরিষেবা শুরু করতে চলেছে। সে-মোতাবেক ওই বিমান সংস্থা প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। আগরতলা এমবিবি বিমান বন্দর থেকে প্রতিদিন কলকাতা এবং সপ্তাহে সীমিত কয়েকদিন গুয়াহাটি এবং ইমফলে এয়ার এশিয়া বিমান পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। এ-বিষয়ে আগরতলা এমবিবি বিমান বন্দরের অধিকর্তা বলেন, এয়ার এশিয়া আগরতলা থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জানতে পেরেছি, ওই সংস্থা ২০ অক্টোবর থেকে পরিষেবা শুরু করতে পারে।

ত্রিপুরায় আপাতত ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া বিমান পরিষেবা দিচ্ছে। স্পাইসজেট বিমান পরিষেবা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর নতুন বিমান সংস্থা ত্রিপুরায় পরিষেবা চালু করুক, ত্রিপুরা সরকার সে-বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দরবার করছে। কারণ, প্রায়ই বিমানের টিকেটের চড়া দামের জন্য যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

সম্প্রতি, এয়ার এশিয়া ত্রিপুরায় কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভিউ নিয়েছে। আগরতলা এমবিবি বিমান বন্দরে গ্রাউন্ড স্টাফ থেকে শুরু করে বুকিং এবং অন্যান্য কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ওই বিমান সংস্থা। স্বাভাবিকভাবেই, নতুন বিমান সংস্থা আগরতলায় পরিষেবা শুরু করতে চলেছে, সেই আশার আলো দেখা দিয়েছে।

অবশ্য, ওই বিমান সংস্থার তরফে আগরতলা সেক্টরে বিমান পরিষেবা চালু করার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ঘোষণা দেওয়া হয় নি। এখনো, আগরতলা সেক্টরে বিমানের টিকিটের বুকিংও শুরু হয়নি। সূত্রের দাবি, এয়ার এশিয়া কর্তৃপক্ষ এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-কে চিঠি দিয়ে আগরতলা সেক্টরে পরিষেবা চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককেও তারা অনুমতি চেয়েছে। ফলে, আগরতলা থেকে এয়ার এশিয়া বিমান পরিষেবা চালু করার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের দাবি, আগরতলা-কলকাতা রুটের উভয়দিকে প্রতিদিন এয়ার এশিয়া দুইটি এয়ারবাস চালানোর পরিকল্পনা করছে। তেমনি, আগরতলা-গুয়াহাটি রুটে

ছয়ের পাতায় দেখুন

'স্বচ্ছতা হি সেবা' : প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কর্মসূচির সূচনা রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে রাজ্যে প্লাস্টিক সংগ্রহে কেন্দ্রীয় মহাসড়ক এবং পরিবহণ মন্ত্রক একটি ভ্যানের সূচনা করেছে। ওই ভ্যান বৃহস্পতিবার থেকে জাতীয় সড়কে প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তা নষ্ট করবে। মূলত, পরিবেশ নির্মূল রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়েই এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভায় বিজেপি-র মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এদিকে, বিজেপি-র রামনগর মণ্ডলের পক্ষ থেকেও আজ প্লাস্টিক বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আগরতলার বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে প্লাস্টিকের কুফল নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হয়েছে।

কল্যাণী রায় জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের কল্যাণে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন। তিনি চাইছেন, দেশকে নির্মল রাখতে প্লাস্টিক বর্জন করা অতি আবশ্যক। তাই, কেন্দ্রীয় মহাসড়ক এবং পরিবহণ মন্ত্রক ত্রিপুরায় প্লাস্টিক সংগ্রহে একটি ভ্যান প্রদান করেছে। ওই ভ্যানের আজ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তা নষ্ট করার কাজ করবে ওই ভ্যান। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর প্লাস্টিকমুক্ত ভারত এবং প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যেই আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি পালিত হবে ত্রিপুরায়।

এদিকে, আজ রামনগর বিজেপি মণ্ডলের তরফে বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মণ্ডল সভাপতি সমরেন্দ্র দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৯-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেবা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে ত্রিপুরায়। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, প্লাস্টিকের অপব্যাবহার এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে ছাত্রীদের সচেতন করে তোলাই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

দেবাশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজায় মাতল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। গণপতি আরাধনা দিয়ে ত্রিপুরায় শারদোৎসবের সূচনা হয়েছিল। আজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজায় উৎসবের আনন্দে মাত্রা বেড়েছে। কারণ, হাতে গুনা কয়েকদিন বাদেই দেবী দূর্গা বন্দনায় মাতবে গোটা ত্রিপুরা। আজ ত্রিপুরায় মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে দেবশিল্পীর বিশ্বকর্মা পূজা।

আজ আগরতলায় বিভিন্ন ক্লাব, মোটর শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক সংস্থা, বিভিন্ন অফিস, টিএসআর বাহিনী সাথে বহু বাড়িঘরে পূজার্চনা হয়েছে। দেবাশিল্পীকে নিয়ে আগরতলায় উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিভিন্ন প্যান্ডেলে উৎসাহী যুবক-যুবতিরা এদিন সেলফি তুলতেই ব্যস্ত ছিলেন।

সকাল থেকেই পুরোহিতদের দৌড়ঝাঁপে পূজা আয়োজকরাও হিমশিম খাচ্ছিলেন। আজ ত্রিপুরার পরিবহন দপ্তর সড়ক সুরক্ষার থিম নিয়ে পূজা মণ্ডপ সাজিয়েছে। মূলত, সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন যুগ্ম পরিবহন কমিশনার। জনৈক পুরোহিত বলেন, ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্লপক্ষে দেবাশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা হয়। দেবাশিল্পীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রদ্ধার সাথে সকালেই পূজা করে থাকেন।

এদিকে টিএসআর ২ নম্বর ব্যাটালিয়ান প্রতি বছরের মতই এবছরও দেবাশিল্পীর পূজার আয়োজন করেছে। কোম্পানি কমান্ড্যান্ট জানিয়েছেন, প্রতি বছর বিশ্বকর্মার পূজায় আমাদের সমস্ত অস্ত্র রাখি। কারণ, জন নিরাপত্তায় সব সময় অস্ত্র গুলি ঠিকঠাক কাজ করে সেই প্রার্থনা করি। সাথে দেশের মঙ্গল এবং শান্তি বজায় রাখার জন্যও ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধাভরে প্রার্থনা করি। আগরতলার পাশাপাশি সারা ত্রিপুরাতেই বিশ্বকর্মা পূজা মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া (সিবিআই) মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে দিল্লির বিশেষ আদালত। আইএনএক্স মিডিয়া (সিবিআই) মামলায় গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরম।

বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, বৃহস্পতিবারই দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এদিন দিল্লির বিশেষ আদালতে তোলা হয় পি চিদম্বরমকে। আপাতত স্বস্তি পেলেন না প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত তিহাড় জেলেই থাকতে হবে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমকে। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

পিকআপ গাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে বিলেতী মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পুলিশের নাকা চেকিং থাকা সত্বেও একটি গাড়ি বেশ কিছু বিলাতী মদ সহ পুলিশের হাতে তুলে দেন জনতা। আজ বিকাল নাগাদ দাসদা কম্বল টিলা এলাকায় ধর্মনগর থেকে আসা একটি বলেরও পিকআপ গাড়িটি ভাইয়া কাঞ্চনপুর হয়ে আসেন ১০ দা কম্বল টিলা ওই এলাকার কিছু লোক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সন্দেহ করে গাড়িটিকে আটক করে কাঞ্চনপুর থানা তে খবর দেন সাব ইন্সপেক্টর ণড়ঁ পুইতা হালাম এসে গাড়িটিকে তল্লাশি চালিয়ে ১৬০০ কুড়ি বোতল বিলাতী মদ ১০০ কাটুন উদ্ধার করেন সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারসহ গাড়িটিকে কাঞ্চনপুর থানাতে নিয়ে যায় গাড়িচালক জলধর চাকমা বয়স ২২ জানা যায় বিলাতি মদের গাড়িটি শরণার্থী শিবিরে যাবেন বলে জানা যায় গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় বিলাতী মদ গুলির মালিক হিসেবে পিনাক নাথ পুলিশ একটি মামলা নেন আগামীকাল কাঞ্চনপুর আদালতে ড্রাইভার জলধর চাকমাকে পাঠাবেন বলে জানা গেছে।

রাজীব কুমার মামলার নথি এল আলিপুর কোর্টে

কলকাতা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বৃহস্পতিবারই আলিপুর কোর্টে শুরু হল সারদা কাণ্ডে রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলাটি। বারাসত আদালত থেকে ইতিমধ্যে এই মামলা সংক্রান্ত নথি এসে পৌঁছে গিয়েছে আলিপুর কোর্টে। ফলে আজই এই মামলার শুনানি শুরু হল।

চলতি সপ্তাহে বারাসতের জেলা ও দায়রা আদালত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলাটি খারিজ করে দেয়। কারণ, সারদা মামলাটি গোড়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আদালত অর্থাৎ আলিপুর কোর্টের বিচারাধীন ছিল। তাই সেখানেই মামলাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বারাসত জেলা আদালতের তরফে। এরপর বুধবার বিকেলেই আলিপুর জেলা আদালতে নতুন করে আগাম জামিনের আবেদন করেন রাজীব কুমারের আইনজীবীরা। অন্যদিকে, সিবিআইও রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে আলিপুর কোর্টে। কিন্তু এখানেও সেই নথিজটেই আটকে যায় শুনানি। ফলে আলিপুর কোর্টে এই সংক্রান্ত দুটি মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়। বিচারক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সারদার মতো হাইপ্রোফাইল মামলার সম্পূর্ণ নথিপত্র না দেখে কোনওভাবেই শুনানি সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, এরপর দ্রুত নথি বারাসত থেকে আলিপুর জেলা আদালতে আনা হয়।

কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে খুঁজে পেতে মরিয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

উনকোটি জিলা পরিষদে কংগ্রেস প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। তেরো আসন বিশিষ্ট ঊনকোটি জিলা পরিষদের এবারের নির্বাচনে এগারোজন বিজেপি দলের প্রার্থী এবং দু'জন কংগ্রেস দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর গত বাইশ আগস্ট বিজেপি দলের এগারোজন সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছিল। মোঃ বদরুজ্জামান এবং রুবি বেগম এই দু'জন কংগ্রেসের জিলা পরিষদের সদস্য গত বাইশ আগস্ট শপথগ্রহণ করেনি। এর মুখ্য কারণ ছিল মোঃ বদরুজ্জামান গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং ঊনকোটি জিলা পরিষদের একই সঙ্গে দুই আসনে ভোটে দাঁড়িয়ে দুই আসনেই জয়ী হওয়ায় সরকার নোটিফিকেশন জারি করেছিল। পরবর্তী সময়ে মোঃ বদরুজ্জামান পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পদত্যাগ করেন। এরপর পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ঊনিশ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের দু'জন সদস্যকে শপথগ্রহণ করানো হবে। সে অনুযায়ী কৈলাসহরের ঊনকোটি জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে মোঃ রদরুজ্জামান এবং রুবি বেগমকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা আর.কে নোয়াতিয়া। এছাড়াও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমরেন্দ্র দাস, সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং সহ আরও অনেকে। শপথ গ্রহণ শেষে মোঃ রদরুজ্জামান মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সামনে বলেন-এই নিয়ে তৃতীয়বার জিলা পরিষদের সদস্য হয়েছি। দু'বার পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য হয়েছি। একটানা দশবছর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলাম। ভোটের পূর্বে রাজনীতি হয়েছে। ভোটে জেতার পর উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করবেন বলে বদরুজ্জামান অঙ্গীকার করেন। রাজ্যের মধ্যে একমাত্র জিলা পরিষদ যেখানে বিরোধী দলের অর্থাৎ কংগ্রেসের দু'জন জিলা পরিষদ সদস্য রয়েছে। এছাড়াও ঊনকোটি জিলা পরিষদের

ছয়ের পাতার দেখুন

সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রাজনগরে হাওড়া নদী থেকে বিশ্বকর্মা পূজার দিন সকালে একটি শিশুর ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়রা শিশুর ভাসমান মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তথাকথিত সভ্য সমাজে এটি কার পাপের বোঝা তা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। আশঙ্কা করা হয়েছে অবৈধ সম্পর্কের জেরে কোন মা এই সন্তান ভূমিষ্ঠ করে লোকলজ্জার ভয়ে সন্তানটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

উপনির্বাচন ঃ কংগ্রেসের ডেপুটেশন সিইও-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অবাদ ও শান্তিপূর্ণ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা সহ ৫ দফা দাবিতে কংগ্রেস দল বৃহস্পতিবার রাজ্য নির্বাচন দপ্তরে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হার

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছিনতাইকারী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজধানীর আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ এক ছিনতাইকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার নাম আমির হোসেন চৌধুরী। বাড়ি পশ্চিম থানাধীন দক্ষিণ রামনগর এলাকায়। সে ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত ছিল। এই ঘটনায় ইতিপূর্বেই একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। আমির হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশে আত্মগোপন করেছিল। সে সম্প্রতি তার নিজ বাড়িতে আনে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তার বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে।

অগ্নিকান্ডে দুটি বাড়ি ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ রামনগরের ইটভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় গতকাল রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দুটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঝুটন মিঞা এবং জাকির মিঞা বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। দমকল বাহিনী ছুটে গেলেও এর আগেই আগুনে ছাড়খাড় হয়ে যায় সবকিছু। অগ্নিকাণ্ডে দুটি পরিবারই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিভাবে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। এটি নাশকতামূলক ঘটনা কিনা তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। এদিকে প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আপদকালীন প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।